আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা

হাফিয ইবন রজব আল-হাম্বলী

المحجة في سير الدلجة

আল্লাহর পথে যাত্রা

হাফিজ ইবনে
রজব আল-হাম্বালী

“কেবলমাত্র তোমাদের আমলনামা একা তোমাদের কাউকে রক্ষা করবে না”

হাদিসের ব্যাখ্যা তার *আল-মাহাজ্জাহ ফি সাইরিল-দুলজাহ* অনুবাদ থেকে

আল্লাহর পথে যাত্রা

“কেবলমাত্র তোমাদের আমলনামা একা তোমাদের কারোকে রক্ষা করবে না”

হাদিসের ব্যাখ্যা

আরবি থেকে অনুবাদ করেছেন

আবু রুমাইসাহ

সুচিপত্র

লেখক পরিচিতি

হাফিজ আবুল ফারাজ ইবনে রজব

তিনি ছিলেন একজন ইমাম এবং হাফিজ, তার বংশ পরিচয় যায়নুদ্দিন আব্দুর রাহমান ইবনে আহমাদ ইবনে আব্দুর রাহমান ইবনে আল-হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবুল বারাকাত মাসুদ আল-সুলামি আল-হাম্বালি আল-দামস্কি। তার অন্য আরেক নাম ছিল আবুল ফারাজ, এবং তার ডাকনাম ছিল ইবনে রজব, এটা ছিল তার দাদার ডাকনাম যিনি এই মাসে জন্মগ্রহন করেছিলেন।

তিনি বাগদাদে ৭৩৬ হিজরিতে জন্মগ্রহন করেন এবং ধার্মিক ও ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন পরিবারে বেড়ে উঠেন। তিনি সোমবার রাত, ৪ঠা রামাদান, ৭৯৫ হিজরিতে আল-হুমারিয়াহ, দামাস্কাসে মৃত্যুবরন করেন।

তৎকালীন সবচেয়ে বিখ্যাত আলেমদের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। দামাস্কাসে তিনি ইবনে কাইয়্যুম আল-জাউযিয়াহ, যায়নুল দিন আল-ইরাকি, ইবনে আন-নাকিব, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-খাব্বায, দাউদ ইবনে ইব্রাহিম আল-আত্তার, ইবনে কাতি আল-জাবাল এবং আহমাদ ইবনে আব্দুল হাদি আল-হাম্বালির তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেন। মক্কাতে আল-ফাখর উসমান ইবনে ইউসুফ আল-নুয়াইরি, জেরুজালেমে আল-হাফিজ আল-আলাই, মিশরে সদরুদ্দিন আবুল ফাতহ আল-মাইদুমি ও নাসিরুদ্দিন ইবনে আল-মুলুকের কাছ থেকে তিনি কুরআন উল কারীম শুনেন।

জ্ঞানপিপাসু বহু ছাত্র তার কাছে থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তার ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেনঃ আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আবুবকর ইবনে আলি আল-হাম্বলি, আবুল ফাদল আহমাদ ইবনে নাসর ইবনে আহমাদ; দাউদ ইবনে সুলাইমান আল-মাউসিলি, আব্দুর রাহমান ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুকরি; যায়নুল দিন আব্দুর রাহমান ইবনে সুলাইমান ইবনে আবুল কারাম; আবু যার আল-যারকাসি; আল কাদি আলাউদ্দিন ইবনে আল লাহাম আল-বালি এবং আহমাদ ইবনে সাইফুদ্দিন আল-হামাওয়ি।

ইবনে রজব নিজেকে জ্ঞানার্জনের কাজেই মগ্ন রাখতেন। তিনি তার জীবনের একটা বিশাল সময় অতিবাহিত করেছেন গবেষণা, লেখালেখি, গ্রন্থ প্রণয়ন, শিক্ষকতা এবং বৈধ বিচারক হিসেবে।

তার বিশাল জ্ঞান, তপস্যা এবং হাম্বালি ফিকহের উপর তার দখল বহু আলেমদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ইবনে কাদি সুহবাহ তার সম্পর্কে বলেন, "তিনি লেখাপড়া করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন। তিনি নিজেকে মাযহাবের বিষয়ে ততক্ষন পর্যন্ত নিমগ্ন রেখেছিলেন যতক্ষন না তিনি ঐ বিষয়ে পুরোপুরি দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি হাদিসের বাণী, ভুল-ত্রুটি এবং ব্যাখ্যার কাজে নিজেকে উতসর্গ করেছিলেন।"[১]

ইবনে হাজর তার সম্পর্কে বলেন, " উলুমুল হাদিসের বিভিন্ন শাখা যেমন

---

[১]ইবনে ক্বাদি আল-শুহবাহ, তারিখ, ভলিয়ুম ৩, পৃষ্ঠা ১৯৫।

হাদিস বিবরনকারীদের নাম, তাদের জীবনী, তাদের বিবরনের ধারা এবং হাদিসের মর্মার্থ সতর্কতা সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে উচ্চতর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।”[২]

ইবনে মুফলিহ তার সম্পর্কে বলেন, “তিনি একজন শায়খ, একজন বড়মাপের আলেম, হাফিজ, কঠোর তপস্বী, হাম্বালি ফিকহের শায়খ এবং বহু মূল্যবান বইয়ের লেখক।”[৩]

তিনি বহু বই লিখেছেন, তার মধ্যে কিছু আছে চোখে পড়ার মত যেমন *আল কাওয়াইদ আল কুবরা ফিল ফুরু* যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, “এটি এই যুগের একটি অন্যতম বিস্ময়।”[৪] বলা হয়ে থাকে আল তিরমিযি সম্পর্কিত তার বিবরনী এ পর্যন্ত ইরাকের সমস্ত লেখনী গুলোর মধ্যে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত; তার সম্পর্কে ইবনে হাজর বলেছেন, “তিনি তার যুগের বিস্ময় ছিলো;” তিনি তার সাহায্য কামনা করতেন যখন তিনি ঐ বইয়ের জন্য তথ্যাদি সংগ্রহ করছিলেন।

---

[২]ইবনে হাজর, ইনবাউল-ঘামর, ভলিয়ুম ১, পৃষ্ঠা ৪৬০।
[৩]আল-মাক্বসাদ আল-আরশাদ, ভলিয়ুম ২, পৃষ্ঠা ৮১।
[৪]ইবনে আব্দুল হাদি, যাইল আলা তাবাকাত ইবনে রজব, পৃষ্ঠা ৩৮।

- উপরুন্তু বিভিন্ন হাদিসের ব্যাখ্যা সম্বলিত তার বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে, যেমনঃ *শারহ হাদিস মা যিবানি জাইয়ান উরসিলা ফি ঘানাম, ইখতিয়ার আল-আওলা শারহ্ হাদিস ইখতিসাম আল-মালা আল-আলা, নুর আল-ইক্তিবাস ফি শারহ্ ওয়াসিয়াহ আল-নাবী লি ইবনে আব্বাস এবং কাশফুল-গুরবাহ ফি ওয়াস্ফি হালি আহিল-গুরবাহ।*
- তার ব্যাখ্যামুলক কাজগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ *তাফসির সুরা আল-ইখলাস, তাফসির সুরা আল-ফাতিহাহ, তাফসির সুরা আল-নাসর এবং আল-ইস্তিঘনা বিল কুরআন।*
- হাদিস নিয়ে তিনি যেসব কাজ করেছেনঃ *শারহ্ ইলাল আল-তিরমিযী, ফাতহুল-বারী শারহ্ সাহীহ আল-বুখারী, জামি আল-উলুম আল-হিকাম।*
- ফিকহ শাস্ত্রে তিনি যেসব কাজ করেছেনঃ *আল-ইস্তিখরাজ ফি আহকাম আল-খারাজ এবং কাওয়ায়িদ আল-ফিকহিয়াহ।*
- জীবনী রচনার ক্ষেত্রে তার অমর কীর্তিঃ *যাইল আলা তাবাকাতিল-হানাবিলাহ।*
- তার বিভিন্ন কাজের মধ্যে অন্যতম প্রেরনাদায়ক লেখনী হচ্ছেঃ *লাতাইফ আল-মায়ারিফ এবং আল-তাখউইফ মিন আল-নার।*

ভূমিকা

অসীম ও পরম করুণাময় আল্লাহর নামে

বুখারীতে বর্ণিত আছে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (সঃ) বলেছেন, “কেবলমাত্র তোমাদের আমল তোমাদের কারোকে রক্ষা করবেনা।”তারা জিজ্ঞাসা করলেন, “হে আল্লাহর রাসুল, এমনকি আপনাকেও না?”তিনি উত্তর করলেন, “আমাকেও না, যদি না তিঁনি আমাকে তাঁর দয়া দ্বারা আচ্ছাদিত করতেন। তোমরা দৃঢ়, অবিচল এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। এবং তোমরা তাঁর (আল্লাহ) ইবাদত করো দিনের শুরুতে, দিনের শেষে এবং রাতের শেষাংশে। সংযম, সংযম! এর মাধ্যমেই তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে!”[৫]

তিনি এই হাদিসটি অন্যত্র বর্ণনা করেছেন অন্যভাবে, “ধর্ম সহজ, যে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে সে ছাড়া আর কারো জন্য এটা কঠিন নয়; তাই দৃঢ়, অবিচল ও পরিমিতি বোধ সম্পন্ন হও; তাদের জন্য রয়েছে সুখবর। সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের শেষাংশে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।”[৬]

তিনি আরো উল্লেখ করেন আয়শা (রাঃ) হতে, যে নবী (সঃ) বলেছেন, “দৃঢ়, অবিচল ও মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীদের জন্য সুখবর রয়েছে এবং নিশ্চয় শুধুমাত্র একজনের আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবেনা।”তারা জিজ্ঞাসা করলো, “হে আল্লাহর রাসুল, আপনাকেও না?”তিনি উত্তর দিলেন,

"আমাকেও না, যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর ক্ষমা ও দয়া দ্বারা আবৃত না করতেন।"[৭]

তিনি তার (আয়শা (রাঃ)) কাছ থেকে বর্ণিত অন্য হাদিসে উল্লেখ করেন যে নবী (সঃ) বলেন, "দৃঢ়, অবিচল ও মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী হও। জেনে রাখো, শুধুমাত্র তোমার আমল দিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আল্লাহর কাছে ঐ সকল ইবাদত সবচেয়ে প্রিয় যা একটানা ও বিরতিহীনভাবে করা হয়, যদিওবা তা সংখ্যায় কম হয়।"[৮]

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলার পথে ভ্রমণের মুল বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত অসাধারন ও গুরুত্বপূর্ণ সব বিধিবিধানেরখুটিনাটি বর্ণনা লুকিয়ে রয়েছে এই হাদিসগুলোতে[৯]।

---

[৫]বুখারী #৬৪৬৩
[৬]ইবাদাহ #৩৯
[৭]ইবাদাহ #৬৪৬৭
[৮]ইবাদাহ #৬৪৬৪

[৯] মুসলিম হাদিস #২৮১৬-৭১১৩ তে উল্লেখ আছে আবু হুরাইরাহ(রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (সঃ) বলেন, "এমন একজন ব্যাক্তি নেই যার সৎকর্ম তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনিও নন?"তিনি উত্তর দিলেন, "আমিও না, যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর দয়া দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।"
হাদিস #২৮১৬-৭১২১ তিনি আরো উল্লেখ করেন জাবির (রাঃ) শুনেন যে আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলছেন, "তোমাদের কারো সৎকর্মই তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না বা তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেনা, এমনকি আমাকেও না, যদি না আল্লাহ তাঁর দয়া প্রদর্শন করেন।"
আহমাদ হাদিস #১১৪৮৬ তে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন আবু সা'দ এর বর্ণনা থেকে; আবু মুসা, উসামা ইবনে শারিক, শারিক ইবনে তারিক এবং আসাদ ইবনে কুর্জ-তাবারানি, *আল-কাবীর* #৪৯৩-১০০১-৬৫৪৯- ৭২১৮-৭২২১।

প্রথম অধ্যায়

মহান বিধান

নীতিগতভাবে, জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার জন্য মানুষের সৎকর্ম যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার মাধ্যমেই এটা সম্ভব। কুরআন উল করীমের বহু জায়গায় এর স্বপক্ষে আয়াত আছে, যেমন তিঁনি বলেন,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের পাপকাজগুলো অবশ্যই দূরীভুত করবো এবং অবশ্যই তাদেরকে দাখিল করবো জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার। উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্‌রই নিকট।" [সুরা আলি-ইমরানঃ ১৯৫]

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ

তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি। [সুরা তওবাঃ ২১]

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

এটা এই যে, তোমার আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য। [সুরা সাফ্ফঃ ১১-১২]

সফলতা ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার ক্ষমা এবং দয়ার সাথেই উল্লেখ করা হয়েছে, যা এটাই প্রমান করে যে এগুলো ছাড়া জান্নাত অর্জন করা সম্ভব নয়।

কিছু সালাফীদের মতে, “আখিরাতে থাকবে হয় আল্লাহর ক্ষমা না হয় আগুন; আর এই দুনিয়া হলো হয় আল্লাহর পক্ষ হতে হিদায়াহ অথবা ধ্বংস।” মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসি মৃত্যুশয্যায় তার সাথিদের এই বলে আদেশ দেন যে,

“তোমাদের উপর সালাম, হয় তোমরা আগুনে পতিত হও না হয় আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা অর্জন করো।”[১০]

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ। [সুরা যুখ্রুফঃ ৭২]

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

তাদেরকে বলা হবে, “পানাহার করো তৃপ্তির সঙ্গে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।”[সুরা হাক্কাঃ ২৪]

আলেমগন এই বিষয়টি সম্পর্কে দুইটি ভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন।

১) আল্লাহর দয়ার সম্মতিতে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে, কিন্তু জান্নাতে একজন ব্যক্তির অবস্থান ও মর্যাদা তার কৃতকর্মের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে।[১১] ইবনে উয়ায়নাহ বলেন, “তাদের মত হচ্ছে, আল্লাহর ক্ষমা আগুন হতে পরিত্রান দিবে, তাঁর অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে এবং জান্নাতে প্রত্যেকের মর্যাদার বন্টন হবে তার কৃতকর্ম অনুসারে।”

---

[১০]আবু নুয়াইম, *আল হিলায়াহ,* ভলিউম ২, পৃঃ ৩৪৮ #১৯৯

[১১]ইবনে হাজর, *ফাতহ আল-বারি,* ভলিয়ুম ১১, পৃষ্ঠা ২৯৫, ইবনে বাত্তাল এর মত হতে সংগৃহীত।

২) তিনি তার বক্তব্যে যে *বা*এর উল্লেখ করেছেন, "***তোমরা যা করেছো তার বিনিময়ে***", "***অতীত দিনগুলোতে তোমরা যা করেছো তার বিনিময়ে***" এখানে *বা* ব্যবহৃত হয়েছে কারন সূচক (সাবাব) হিসেবে। কাজেই এর অর্থ হলো মানুষের কৃতকর্ম গুলোকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশের পাথেয় হিসেবে ধার্য করেছেন। *বা* কে এখানে না-বোধকভাবে ব্যবহার করে তিনি (সঃ) বলছেন, "কেবলমাত্র আমল দিয়ে একজন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।" *বা* এখানে ইঙ্গিত করছে তুলনা এবং ক্ষতিপূরন (মুকাবালাহ) এবং একই মূল্যমানের দুইটি জিনিসের আদান-প্রদান (মুয়াউইদাহ)[১২]। কাজেই এই হাদিসটির অর্থ দাঁড়ায়, কেউ তার কৃত সৎকর্মের শ্রেষ্ঠতার ভিত্তিতে জান্নাত পাবে না। কৃতকর্মের পুরস্কারই জান্নাত এমন ভ্রান্ত ধারনা এই ব্যাখ্যার মধ্যদিয়ে দূর হয়েছেঃ এমন ধারণা যে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তার কৃত সৎকর্মের ফলস্বরুপ আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে; ঠিক যেমন একজন ক্রেতা কোন একটা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য পরিশোধ করলেই বিক্রেতার কাছ থেকে তা পাওয়ার অধিকার অর্জন করে। এই ব্যাখ্যা এটা পরিষ্কার যে, প্রকৃত প্রবেশাধিকার আসে আল্লাহর দয়া এবং অনুগ্রহ থেকে, এবং এটাই হলো জান্নাতে প্রবেশের ভিত্তি।

---

[১২]ইবাড়া এই মতটি নেয়া হয়েছে কিরমানি থেকে।
এটি এমন একটি ব্যবসায়িক লেনদেনকে বুঝায় যেখানে একজন তার প্রয়োজনীয় একটি সামগ্রী কিনবে এবং তার বিনিময়ে সে সমমুল্য প্রদান করবে।

অতএব, প্রকৃতপক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করাটা নির্ভর করে আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর ক্ষমা এবং দয়ার উপরাঃ তিঁনি হলেন সেই একক স্বত্তা যে তার বান্দাকে রিযিক দেন এবং সেই রিযিকের পরিণতি দেন। সুতরাং, জান্নাতে প্রবেশ তাদের নিজস্ব আমলের সরাসরি ফলাফল নয়।সাহীহ হাদিসে উল্লেখ আছে নবী (সঃ) বলেছেন, “আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা’আলা জান্নাতকে বলেন, তুমি হলে আমার দয়া, আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে দয়া প্রদর্শন করি।”

গোলামের নাই তাঁর উপর কোন অধিকার যে তারে দিতে হবে তাঁর প্রতিদান,
না, কখনই না! তাঁর দৃষ্টিতে, কারো চেষ্টা হয় না বিফল।
যদি তারা পায় শাস্তি, সে হবে তার ন্যায়বিচার; যদি পায় স্বর্গসুখ,
তবে সে হবে তাঁর বদান্যতা; তিনিই দয়ালু, তিনিই মহান।

১.১ '*আল-হামদুলিল্লাহ*' সকল অনুগ্রহের সরবরাহকারী

এমন বলা হয় যে; কিন্তু হাবীব ইবনে আল-শাহীদ একে হাসান বলেছেন, বলেন, "আল-হামদুলিল্লাহ সকল অনুগ্রহের সরবরাহকারী এবং *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ*জান্নাতের সরবরাহক।"

এই উক্তির মর্মার্থ বিশিষ্ট একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে রাসুল(সঃ) হতে আনাস(রাঃ), আবু যার(রাঃ) এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে। যদিও এই হাদিসগুলোর সবগুলো ইসনাদ দুর্বল[১৩], আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা এই উক্তির মর্মার্থ সমর্থিত হয়েছে,

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

[১৩]গাজ্জালী এইসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার বই *ইহিয়া উলুম আল-দিন*, ভলিয়ুম ১, পৃষ্ঠা ২৯৯,এবং ইরাকি বলেন, এই তথ্যগুলো প্রদানকারী ইবনে আ'দি ও মুস্তাগফিরি এবং এদের মধ্যে কেউ সত্য নয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছো সেই সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই তো মহাসাফল্য। [সুরা তওবাঃ ১১১]

এখানে জান্নাতকে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা ও তার বিত্ত-বৈভবের মজুদ হিসেবে নির্ধারন করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলা তাঁর বদান্যতা, ক্ষমা, দয়া এবং উদারতা দ্বারা তাঁর বান্দাদের এমন এক পথের দিকে ডাকছেন যা তাদেরকে তাঁর আজ্ঞা পালনে অনুপ্রাণিত করবে, এক্ষেত্রে তিঁনি এর সাথে এমন এক ভাষা ও ধ্যান-ধারনাকে সম্পর্কিত করেছেন যেন তারা অনায়াসে বুঝতে পারে। এক্ষেত্রে তিঁনি নিজেকে বসিয়েছেন একজন ক্রেতা ও ঋণী এর স্থানে, এবং তাদেরকে বসিয়েছেন বিক্রেতা ও ঋণদাতাদের স্থানে। এটাই তাদেরকে তাদের রবের ডাকে সাড়া দিতে সাহস যোগায় এবং দ্রুত বেগে তারা তাঁর আজ্ঞানুবর্তিতা গ্রহন করে। যে কোন উপায়েই হোক, বাস্তবিক পক্ষে, সবকিছুর মালিক আল্লাহ এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া হতে প্রদত্ত; প্রত্যেক ব্যক্তি ও তার সম্পত্তির মালিকানা তাঁর এবং এই কারনেই চরম দুর্দশার সময় তিঁনি আমাদেরকে এই বলতে আদেশ করেন যে,

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে , "আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" [সুরা বাকারাহঃ ১৫৬]

তা সত্ত্বেও, তিঁনি প্রশংসা করেন তাদেরকে যারা তাদের জান ও মাল ব্যয় করে আল্লাহর রাস্তায়, তাদেরকে তিঁনি তুলনা করছেন বিক্রেতা ও ঋণদাতাদের সাথে। সুতরাং এরকম একজন মানুষকে তুলনা করা হয়েছে এমন একজন ব্যক্তির সাথে যার বিক্রি করার মত সম্পদ আছে এবং যার সম্পদ নেই তাকে ধার দেয়ার মত সামর্থ রাখে।

একইভাবে সমস্ত কার্য সংঘটিত হয় আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার ফলস্বরূপ, তথাপি তিঁনি তাদের প্রশংসা করেন যারা এগুলো সম্পাদন করে, ঐ কর্মগুলো দ্বারা তাদেরকে গুণান্বিত করেন এবং তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের প্রতি বিনিময় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নির্ধারন করেন।

১.২ 'অনুগ্রহ' শব্দার্থের ব্যাখ্যা

ইবনে মাজাহতে উল্লেখ আছে আনাস(রাঃ) হতে বর্ণিত নবী(সঃ) বলেন, "এমন আর কোন অনুগ্রহ নেই যা আল্লাহ তাঁর বান্দাকে প্রদান করেন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার কারনে, মেনে নেওয়া যে তিঁনি যা নিয়েছেন তা অপেক্ষা তিঁনি যা দিয়েছেন তা অধিক ভালো।"[১৪]উমর ইবনে আব্দুল আজিজ[১৫] এবং সালাফদের[১৬] মধ্যে অন্যান্যরা একে আল-হাসান[১৭] বলেছেন।

অতীত ও বর্তমানের অসংখ্য আলেমগন এই হাদিসের মর্মার্থ নিয়ে সমস্যা তৈরি করেছেন, কিন্তু একে যদি পুর্বের আলোচনার আলোকে বুঝা যায় তাহলে এর অর্থ পরিষ্কার। হাদিসে উল্লেখিত অনুগ্রহ হচ্ছে দুনিয়াবী অনুগ্রহ এবং বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করা অন্যতম ধর্মীয় অনুগ্রহ। দুনিয়াবী

অনুগ্রহ অপেক্ষা ধর্মীয় অনুগ্রহ উত্তম। বান্দা আল্লাহর প্রশংসা স্পষ্ট করে উচ্চারন করার কারনে আল্লাহ বান্দার উপর অনুগ্রহ আরোপ করেছেন, বান্দার এই মৌলিক অনুগ্রহের[১৮] জন্য আল্লাহ তাকে আরো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন অনুগ্রহের জন্য বিবেচনা করছেন।এই কারনেই ব্যাখ্যায় উল্লেখিত হয়েছে, 'প্রশংসাসুচক আল-হামদুলিল্লাহ তাঁরঅনুগ্রহের জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত; তাঁর শাস্তি দমন করে; এবং তাঁর অতিরিক্ত সংযোজনের[১৯]জন্য বিনিময় হিসেবে কাজ করে।'

এই আলোকে বুঝা যায়, প্রশংসাসুচক বাক্যের উচ্চারন হলো জান্নাতের জন্য মজুদস্বরূপ।

---

[১৪]আনাস(রাঃ) হতে ইবনে মাজাহ এটি নথিবদ্ধ করেন #৩৮০৫।

বুদায়রি বলেন, 'এটির ইসনাদ হাসান।' সুয়ুতি একই কথা বলেন, *আল-দুর্ আল-মানথুর*, ভলিয়ুম ১, পৃষ্ঠা ৩৪, আলবানি তার সাহীহ আল-তারগিব#১৫৭৩ তে একে হাসান রায় দিয়েছেন।

"তিঁনি দিয়েছিলেন" প্রশংসাসুচক বাক্য এবং "তিঁনি নিয়ে গেলেন" অনুগ্রহ সুচক বাক্য। সিন্দি, *হাশিয়াহ আ'লা ইবনে মাজাহ*, ভলিয়ুম ৪, পৃষ্ঠা ২৫১।

[১৫]বায়হাকি, শুয়াব আল-ইমান#১০০৩৮।

[১৬]যেমন বকর ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবাডা #৪৪০৮।

[১৭]ইবাডা #৪৪০৬ এবং ইবনে আবি আল-দুনিয়া, আল-শুকর #১১১।

[১৮]বাস্তবিক পক্ষে এক আল্লাহই উভয় নির্ধারন করে থাকেন।

[১৯]ইবনে হাজর, তালখিস আল-হাবির, ভলিয়ুম ৪, পৃষ্ঠা ১৭১, বলেন, "এটি বিবৃত আছে যে জিবরাইল(আঃ) আদম(আঃ) কে শিখিয়েছিলেন, প্রশংসাসুচক আল-হামদুলিল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত; তাঁর শাস্তি দমন করে; এবং তাঁর অতিরিক্ত সংযোজনের জন্য বিনিময় হিসেবে কাজ করে।"তারপর তিনি বলেন, 'প্রশংসাসুচক শব্দগুলোর মধ্যে অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি শব্দ আমি আপনাকে শিখিয়েছি।' ইবনে আল-সালাহ তার আলোচনায় বলেন, *আল-ওয়াসিত*, দ'ইয়ফ ইসনাদ, মুনকাতি। নাওয়ায়ি, *আল-রাওদাহ*, 'আমি এটা ইবনে সালাহ তে পেয়েছি, আল-আমালি... এবং এটি মু'ডাল।'

১.৩ কর্ম ও জান্নাত উভয় আসে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে

অতএব, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার দ্বারা বিশ্বাসী বান্দাদের জান্নাত এবং কর্ম নির্ধারিত হয়। এ কারনেই জান্নাতের অধিবাসীরা সেখানে প্রবেশ করেই বলবে,

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

...তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসুলগণ তো সত্যবাণী এনেছিলেন,'... [সুরা আ'রাফঃ ৪৩]

যখন তারা স্বীকার করবে যে, তাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহের দ্বারা এবং তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাদের মধ্যে ঐক্য নির্ধারন করা হয়েছিলো মুখ্য ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়ে একটি বিহিত করার জন্য, এর অর্থ হলো, তাঁর হিদায়াহ এবং তাঁর প্রশংসা করার পর তাদেরকে এই বলে পুরস্কৃত করা হবে যে,

أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

... এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।' [সুরা আ'রাফঃ ৪৩]

তাদের কৃতকর্ম গুলোকে তাদের গুণ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে।

সার্বিকভাবে বিবেচনার পর কোন কোন সালাফ বলেন, “যখন কোন বান্দা গুনাহ করে এবং বলে, ‘হে আল্লাহ, এটা তোমারই হুকুম!’ তখন আল্লাহ বলবে, ‘তুমিই সে, যে গুনাহ করলো এবং আমাকে অমান্য করলো!’ এখন বান্দা যদি বলে, ‘হে আল্লাহ, আমি ভুল করেছি, গুনাহ করেছি এবং মন্দ কাজ করেছি!’ তখন আল্লাহ এই বলে সাড়া দিবেন, ‘আমি তোমার উপর এটা হুকুম করেছি, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো।’”

১.৪ আল্লাহর ক্ষমা ও ন্যায়পরায়নতার মধ্য দিয়ে আসে সুখ-দুঃখ

রাসুল (সঃ) এর বাণী, “শুধুমাত্র তোমাদের আমল তোমাদের কারোকে রক্ষা করবেনা।”“আমলনামা একা কখনই একজনের জান্নাতে প্রবেশ করার কারন হবেনা।”এগুলোর মর্মার্থ আরো ভালভাবে বুঝা যাবে যখন এটা অনুধাবন করা সম্ভব হবে যে, সৎকর্মের পুরস্কার, বহুসংখ্যক গুণ বেড়ে যায় শুধুমাত্র মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বদান্যতা ও অনুগ্রহের কারনে।তিঁনি যাকে ইচ্ছা[২০] সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করেন দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত।যদি তিঁনি সৎকর্মের পুরস্কার সেই কর্মের সমান করতেন, যেমন্টা তিঁনি করেছেন অসৎ

কর্মের শাস্তির ক্ষেত্রে, তাহলে কখনই সৎকর্মের প্রতিদান অসৎ কর্মগুলোকে বাতিল করতে পারতো না এবং একজন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ধ্বংস হয়ে যেত।

সৎ আমলের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনে মা'সুদ (রাঃ) বলেন, "যদি একজন আল্লাহর ওলির পরমাণু পরিমাণ ভালো অবশিষ্ট থাকে, (পারস্পরিক হিসাব-নিকাশের পর), আল্লাহ তাকে বহুসংখ্যক গুন বাড়িয়ে দিত যেন সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে[২১]। যদি সে এমন একজন হয় যার জন্য দুঃখ- দুর্দশা নির্ধারিত আছে, তখন ফেরেশতা বলে, 'হে আল্লাহ, তার সৎ আমল শেষ হয়ে গিয়েছে, এখনও অনেক মানুষ আছে যারা ক্ষতিপূরন চাইছে (পারস্পরিক হিসাব-নিকাশ)।'তিঁনি উত্তর দিবেন, 'তাদের গুনাহ গুলো নাও এবং সেগুলো তার আমলনামায় যোগ করো, তারপর তাকে আগুনের তীব্র যন্ত্রণাকর জায়গার জন্য প্রস্তুত করো।'"[২২]
অতএব এটা পরিষ্কার যে আল্লাহ যাদেরকে সুখ দিতে ইচ্ছা করেন তাদের ভালো কাজ অনেক গুন বাড়িয়ে দেন যতক্ষন পর্যন্ত না তারা কোন শাস্তির চুড়ান্ত ঋণ পরিশোধ (এমন কোন একজনকে যে পারস্পরিক হিসাব-নিকাশ চায়) শেষ করে;এবং এই সবকিছুর পরে, যদি পরমাণু পরিমাণ ভালো

---

[২০]মুসলিম #১৩১/৩৩৮
[২১]এই একই অর্থ হাকিম #৭৬৪১ এ উল্লেখ আছে, #৭৬৪২ তে ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত নবী (সঃ) বলেন, "... যদি সৎ আমল বাকি থাকে, আল্লাহ সহৃদয় হয়ে জান্নাতে তার জন্য জায়গা সম্প্রসারিত করবেন।"
যাহাবীর সহমতে হাকিম একে সহীহ বলেছেন।
[২২]আবু নাইয়িম, ভলিয়ুম ৪, পৃষ্ঠা ২২৪#৫৩২৮; ইবনে আল-মুবারাক, আল-যুহুদ #১৪১৬।

অবশিষ্ট থাকে, আল্লাহ্ এটা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন যতক্ষন না সে এর দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করে। এই সবকিছু হবে তাঁর দয়া ও বদান্যতা দ্বারা! যেকোন উপায়ে হোক, আল্লাহর যে কারো জন্য দুঃখ-দুর্দশা নির্ধারন করেছেন; তাদের ভালো কাজ ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে না যেন সে শাস্তির চূড়ান্ত ঋণ পরিশোধ করতে পারে। বরং দুইয়ের মধ্যে পরে উল্লেখিত ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত কোন একটি ভালো কাজকে দশ গুণ করা হবে না, এগুলো তার দাবিদারদের মধ্যে ন্যায্যভাবে বন্টন করে দেয়া হবে যারা এগুলো গ্রহন করতে সম্মত হবে, তখন পর্যন্ত যদি অবশিষ্ট অবিচারের জন্য আরো অতিরিক্ত পরিশোধ বাকি থাকে, তাহলে তাকে তাদের অসৎ কর্মগুলোর ভার তার আমলনামায় বহন করতে হয়, এটাই তার আগুনে প্রবেশের কারন হয়ে দাঁড়ায়। এটা তাঁরই ন্যায়বিচার।[২৩]

---

[২৩]মুসলিম #২৫৮১/৬৫৭৯, তে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসুল (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কি জানো দেউলিয়া ব্যক্তি কে?” তারা বলল, ‘আমাদের মধ্যে সেই দেউলিয়া যার সাথে কোন দিরহাম বা সম্পদ কিছুই নেই।’তিনি বলেন, “আমার উম্মাহর মধ্যে দেউলিয়া ব্যক্তি হবে সে যে পুনরুত্থান দিবসে সালাহ, সিয়াম এবং যাকাত নিয়ে আসবে কিন্তু সে এই ব্যক্তিকে গালিগালাজ করেছে, সে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে ঐ ব্যক্তির সম্পদ ভোগ করেছে, ঐ ব্যক্তির রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করেছে। তাই তার সৎ কর্মগুলো ঐসব ব্যক্তিদের আমলনামায় যোগ হয়ে যাবে (পাল্টা দুর্ব্যবহারের নীতি অনুসারে)আর যদি তার সৎ কর্ম কম পড়ে যায় হিসাব মিলাতে গিয়ে, তাহলে তাদের অসৎ কর্মগুলো তার আমলনামায় যোগ হবে আর সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।”

মুসলিম #২৫৮২/৬৫৮০ তে অবু হুরায়রাহ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, “বিচারদিবসে সবার সব হক ফিরিয়ে দেয়া হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগল যাকে কিনা ভেড়া গুতো দিয়েছিলো সেও ন্যায়বিচার পাবে।”

এই আলোকে ইয়াহিয়া ইবনে মা'সুদ বলেন, "যখন তিঁনি তাঁর অনুগ্রহ প্রসারিত করেন, তখন ঐ ব্যক্তির একটিও মন্দকাজ অবশিষ্ট থাকে না!, যখন তার ন্যায়পরায়নতা সামনে চলে আসে, ঐ ব্যক্তির একটিও সৎ কর্ম অবশিষ্ট থাকে না।"[২৪]

বুখারী এবং মুসলিমে উল্লেখ আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, "যার আমলনামা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।"[২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে "...শাস্তি দেয়া হবে।"[২৬]এবং অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে "...পরাভূত করা হবে।"[২৭]

---

[২৪]আবু নুয়াইম, ভলিয়ুম ১০, পৃষ্ঠা ৬৯ #১৪৫৯৩।

[২৫]বুখারী #৬৫৩৭ এবং মুসলিম #২৮৭৬/৭২২৭, ৭২২৮ আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত। বুখারীতে লেখা আছে আয়শা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "আল্লাহ কি বলেন নাই, '**যাকে তার আমলনামা ডানহাতে দেওয়া হবে; তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে।**'**[সুরা আল-ইনশিকাকঃ ৭-৮]**তিনি উত্তর দিলেন, 'ঐটা পরীক্ষা-নিরিক্ষা নয়, ঐটা হল উপস্থাপন, যে হোক না কেন আমলনামা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষিত হলে শাস্তি পাবে।'"

[২৬]বুখারী #৬৫৩৬ এবং #২৮৭৬/৭২২৫ আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত। উপরিউক্ত বাক্যগুলো তিরমীযি #৩৩৩৮ তে আনাস (রাঃ) হতে সংগৃহীত আছে।

[২৭]হাকিম #৮৭২৮ এবং যাহাবী বলেন, এর ইসনাদ দুর্বল। ইবনে আবু শায়বাহ, ভলিয়ুম ১৩, পৃষ্ঠা ৩৬০, এ লেখা আছে, "... ক্ষমা করা হবে না।" এবং ইবনে আল-মুবারাক, আল-জুহুদ, #১৩২৪ এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন আয়শা (রাঃ) এর বক্তব্য হিসেবে।

আবু নুয়াইম সংগৃহীত আলি (রাঃ) হতে বর্ণিত যে নবী (সঃ) বলেছেন, "বনি ইসরাইলের নবীদের মধ্য হতে একজন নবীকে আল্লাহ জানিয়ে দেন, 'আপনার কওমের মধ্যে যারা আমাকে মান্য করে তাদেরকে বলুন, বিচারদিবসের জন্য তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় ভরসা করো না, আমার বান্দাকে আমি শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করলে আমি তার আমলনামার নিষ্পত্তি করবো না তাকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত। আপনার উম্মতের মধ্যে যারা আমাকে অমান্য করে তাদেরকে বলুন, তারা যেন হতাশ না হয় কেননা আমি ইচ্ছা করলে অনেক বড় গুনাহ ক্ষমা করে দেই।'"[২৮]

আব্দুল-আজিজ ইবনে আবু রাও-ওয়াদ বলেন, 'আল্লাহ দাউদ (আঃ)কে এই বলে উতসাহিত করেন, "সুখবর দাও গুনাহগারদের আর সাদাকা দানকারীদের সতর্ক করো।" বিস্ময়কর। দাউদ বলেন,"হে আল্লাহ, আমি কেন গুনাহগারদের সুখবর আর সাদাকা দানকারীদের সতর্ক করবো?"তিনি উত্তর দিলেন, গুনাহগারদের এই সুখবর দিন যে এমন কোন নিদারুনগুনাহ আমি খুজে পাইনি যা ক্ষমার অযোগ্য[২৯] এবং তাদেরকে সতর্ক করুন যারা এমনভাবে সাদাকা দেয় যে এমন কোন বান্দা নেই যার উপর আঁমি আমার বিচার ও রায় পরিমাপ করে দেইনি, তারা ছাড়া সে ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩০]'

---

[২৮]তাবারানি, আল-আওসাত #৪৮৪৪।

হায়সামি, ভলিয়ুম ১, পৃষ্ঠা ৩০৭ এর মতে এই ইসনাদে দুর্বল বর্ণনাকারী আছে। লেখক, জামি-আল- উলুম, ভলিয়ুম ১, পৃষ্ঠা ১৭৭ এ বলেন, এর ইসনাদ দুর্বল।

[২৯]এমনকি *শিরক* যদি কেউ অনুশোচনা করে।

[৩০]আবু নুয়াইম, ভলিয়ুম ৮, পৃষ্ঠা ২১১ #১১৯০৬।

ইবনে উয়ায়নাহ বলেন, "সুবিবেচনা বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে মন্দ কাজগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরিক্ষার মধ্য দিয়ে এমনভাবে অতিক্রম করানো যেন কোনকিছু অবশিষ্ট না থাকে।[৩১]"

ইবনে ইয়াযিদ বলেন, "কঠিন হিসাব হলো সেটা যেখানে কোন ক্ষমা[৩২] নেই আর সহজ হিসাব হলো সেটা যেখানে একজনের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করা হয় এবং ভালো কাজগুলোকে গ্রহন করা হয়[৩৩]।"

সবগুলো বিবরন থেকে দেখা যায়, ক্ষমাশীলতা, দয়া এবং ভুলত্রুটির উপেক্ষা ছাড়া বান্দা সফল হতে পারবেনা। এখানে আরো দেখা যায়,বান্দা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে যদি আল্লাহ পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিহিত করেন।

---

[৩১]ইবনে আবু শায়বাহ #৩৫৬৪৪, এ উল্লেখ আছে আবু আল-জাওযা আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, **"...এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে" [সুরা রা'দঃ ২১]**'এর অর্থ হলো একজনের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়া।'

[৩২]গুনাহকে উপেক্ষা করা।

[৩৩]তাবারি #৩৪৩৬১, ৩৬৭৩৮

আহমাদ #২৪২১৫-২৫৫১৫ তে উল্লেখ আছে আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি আল্লাহর রাসুলকে (সঃ) জিজ্ঞাসা করেন, "**'সহজ হিসাব'** কি?"**[সুরা আল-ইনশিকাকঃ ৮]** যার উত্তরে তিনি বলেন,"একজন ব্যক্তির গুনাহগুলোকে তার সামনে উপস্থাপন করা হবে শুধুমাত্র সেগুলো উপেক্ষা করার জন্য। যার আমলনামা প্রশ্নবিদ্ধ হবে সে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে।"

ইবনে হিব্বান #৭৩৭২, ইবনে খুযায়মাহ #৮৪৯, এবং যাহাবির সহমতে হাকিম #৯৩৬ একে সহীহ বলেছেন।

১.৫ আল্লাহর নিয়ামত কখনই পরিশোধযোগ্য নয়

আবারো তাঁর আয়াত থেকে পরিষ্কার হয় যে,

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

এরপর অবশ্যই তোমাদেরকে নিয়ামত সম্মন্ধে প্রশ্ন করা হবে। [সুরা তাকাসুরাঃ ৮][৩৪]

এই আয়াত থেকে দেখা যায় বান্দাদের সেসব নিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যেগুলো তারা এই দুনিয়াতে ভোগ করেছেঃ তারা কি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলো না করেনি? যে কেউ যার প্রয়োজন ছিলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রত্যেকটি নিয়ামতের জন্য যেমন ভালো স্বাস্থ্য, সুস্থ মন, ভালো জীবিকা, এবং তাছাড়া আদ্যপান্ত পরীক্ষিত হবে এবংজেনে রাখা উচিত যে তার সমস্ত সৎকর্ম একত্রে এসব নিয়ামতের কিছুসংখ্যকের ঋণও পরিশোধ করতে পারবে না। হতে পারে মানুষটি শাস্তির উপযুক্ত।

খারাইতি, *কিতাব আল-শুকুর*, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে উল্লেখ করেছেন যে নবী (সঃ) বলেন, “বিচারদিবসে বান্দাদের একত্র করা হবে এবং সে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। তিঁনি তাঁর ফেরেশতাদের বলবেন, ‘আমার বান্দার কৃতকর্মসমূহ এবং তার উপর আমার নিয়ামতসমূহ হিসাব

---

[৩৪]তিরমীযি #৩৩৫৮ এ উল্লেখ আছে আবু হুরাইরাহ হতে বর্ণিত নবী (সঃ) বলেন, “বিচারদিবসে প্রথম যে জিনিস সম্পর্কে বান্দাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তা হল, নিয়ামতঃ আঁমরা কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দেইনি?আঁমরা কি তোমাকে পান করার জন্য ঠান্ডা পানি দেইনি?”

ইবনে হাব্বান #৭৩৬৪ এবং হাকিম #৭২০৩ যাহাবির সহমতে সাহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

করো।’ তারা দেখবে এবং বলবে, ‘তাকে আপঁনার পক্ষ থেকে যে নিয়ামতগুলো দেয়া হয়েছিলো এগুলোর সমষ্টি তার একটির সমান নয়।’ তখন তিনি বলবেন, ‘তার ভালোকাজ ও মন্দকাজের হিসাব করো।’ তারা হিসাব করবে এবং একই অবস্থা দেখবে যার ফলে তিঁনি বলবেন, ‘হে আমার বান্দা, আমি তোমার ভালো কাজগুলোকে গ্রহন করেছি এবং মন্দকাজগুলো ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি তোমাকে আমার অনুগ্রহ দান করেছি।’”[৩৫]

তাবারানিতে উল্লেখ আছে ইবনে উমার (রদিয়াল্লাহু আ’নহুমা) হতে বর্ণিত নবী (সঃ) বলেন, “বিচারদিবসে একজন ব্যক্তিকে এত সতকর্ম সহ আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে যে সেগুলোকে একটি পাহাড়ের উপর স্থাপন করলে তা পাহাড়ের জন্য বোঝা স্বরূপ হয়ে যেতো! তারপর আল্লাহর অনেক নিয়ামতের মধ্যে একটিমাত্র নিয়ামতকে হাজির করা হবে এবং তা তার প্রায় সমস্ত কৃতকর্মকে ধূলিসাৎ করে দিত যদি না আল্লাহ দয়া করে সেগুলোকে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে না দিতেন।”[৩৬]

---

[৩৫]খারাইতি #৫৭।

লেখক, *জামি’*, ভলিয়ুম ২, পৃষ্ঠা ৭৯, বলেন, এর ইসনাদ সংশয়িত।

[৩৬]তাবারানি, আল-আওসাত #১৬০৪, ইবনে উমার হতে সংগ্রহীত।

লেখক, জামি’, ভলিয়ুম ২, পৃষ্ঠা ৭৭ এবং হায়সামি, ভলিয়ুম ১০, পৃষ্ঠা ৪২০, বলেন এর ইসনাদ দুর্বল।

ইবনে আবু আল-দানিয়া আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে নবী (সঃ) বলেন, “বিচারদিবসে সতকর্ম ও অসতকর্মের পাশাপাশি অনুগ্রহকে অগ্রবর্তী করা হবে। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহগুলোর মধ্যে শুধু একটি কথা বলবেন, ‘তুমি তোমার ন্যায্য পাওনা তার ভালো কাজগুলো থেকে নিয়ে নাও,’ এবং এটা তার সমস্ত ভালো কাজকে নিয়ে যাবে।”[৩৭]

তিনি আরো উল্লেখ করেন ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, ‘এক বান্দা পঞ্চাশ বছর আল্লাহর ইবাদত করেছিলেন, আল্লাহ তাকে এই বলে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যে“আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।”বান্দা জিজ্ঞাসা করলেন, “হে স্রষ্টা, আপনার ক্ষমা করার কি আছে? আমি কোন গুনাহ করি নাই!” অতঃপর আল্লাহ তার ঘাড়ের একটি শিরাকে হুকুম করলেন যন্ত্রণাদায়কভাবে স্পন্দন করতে যেন সে ইবাদত করতে না পারে এবং ঘুমাতে না পারে। অচিরেই এটি ভালো হয়ে গেলো এবং একজন ফেরেশতা তার কাছে আসলো এবং তার কাছে সে তার শিরা সম্পর্কে অভিযোগ করলো। ফেরেশতা তাকে বলল, “তোমার মহান ও সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা বলেন, তোমার গত পঞ্চাশ বছরের ইবাদাত তোমার ঐ শিরা উপশমের সমান।”’[৩৮]

---

[৩৭]ইবনে আবি আল-দানিয়া পৃষ্ঠা ২৪।
এই ইসনাদে একজন বর্ণনা কারী রয়েছেন যিনি মাতরুক এবং লেখক, জামি’, ভলিয়ুম ২, পৃষ্ঠা ৭৮, এ বলেন, এই ইসনাদ দ’ইফ। কিন্তু, এর অর্থ সঠিক বলা যেতে পারে।
[৩৮]আবু নুয়াইম, ভলিয়ুম ৪, পৃষ্ঠা ৭০, #৪৭৮৪ এবং ইবনে আবি আল-দানিয়া #১৪৮।

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাকিম এ উল্লেখ আছে নবী (সঃ) বলেন যে জিবরাইল (আঃ) বলেন, “এক বান্দা পাঁচশত বছর আল্লাহর ইবাদত করেছিলেন পাহাড়ের উপরে এবং সমুদ্রের মধ্য হতে। এরপর সে আল্লাহর কাছে সিজদারত অবস্থায় মৃত্যু কামনা করলেন। প্রত্যেক উঠানামার সময় আমরা তাকে অতিক্রম করতাম আর আমরা লিখিত পেতাম যে (প্রাক-অনন্তর জ্ঞান হতে) বিচারদিবসে সে পুনরুত্থিত হবে এবং মহান ও সর্বশক্তিমানআল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। আল্লাহ বলবেন, ‘আমার ক্ষমার উতকর্ষে আমার বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।’বান্দা বলবে, ‘হে আমার পালনকর্তা, বরং আমার কৃতকর্মের উতকর্ষে!’এই ঘটনা তিনবার ঘটবে, তারপর আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলবেন, ‘তার কৃতকর্মের বিপরীতে আমার নিয়ামত ওজন কর,’ এবং তারা দেখবে যে দৃষ্টিশক্তির নিয়ামত একাই তার পাচঁশত বছরের ইবাদতকে নিয়ে নিয়েছে, শরীরের অন্যান্য নিয়ামত এখনও বাকি আছে। তিঁনি বলবেন, ‘আমার বান্দাকে আগুনে দাও।’ তাকে টেনে হিঁচড়ে আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে আর সে আর্তনাদ করতে থাকবে, ‘আপনার ক্ষমার উতকর্ষে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আপনার ক্ষমার উতকর্ষে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।’ এরপর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” জিবরাইল এই বলে চলে গেলেন, “হে মুহাম্মাদ, সবকিছু আল্লাহর ক্ষমার কারনেই ঘটে।”[৩৯]

---

[৩৯]হাকিম #৭৬৩৭ যিনি একে সহীহ বলেছেন কিন্তু যাহাবী এই তথ্যটির সমালোচনা করেছেন এই বলে যে এর একজন বর্ণনাকারীর উপর ভরসা করা যায় না।
লেখক, *জামি*’, ভলিয়ুম ২, পৃষ্ঠা ৭৯ উল্লেখ করেন যে এই হাদিসটি সত্য নয়।

পূর্বে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তার সবকিছু যে বুঝে তারা প্রত্যেকে নিজেরাই উপলিব্ধি করবে যে তার কৃতকর্ম, তা যতই মহান হোক না কেন, তার সফলতার জন্য যোগ্যতারক্ষেত্রে এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য অথবা আগুন হতে নাজাতের জন্য পর্যাপ্ত নয়।[৪০] উদাহরনস্বরূপ, সে আর কখনই তার কৃতকর্মের উপর মাত্রাতিরিক্ত ভরসা করবে না বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না এমনকি যদিওবা তা মহান ও বিস্ময়কর হয়।যদি এই ঘটনা হয় বহুসংখ্যক মহৎ কাজের অবস্থা, তাহলে বহুসংখ্যক তুচ্ছ কাজ নিয়ে একজনের কি ভাবা উচিত? এই ধরনের মানুষের তার ইবাদতের হীনতা বিবেচনা করা উচিত এবং অনুতাপ ও অনুশোচনার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা উচিত।

---

[৪০]আহমাদ #১৭৬৫০ তে উল্লেখ আছে মুহাম্মদ ইবনে আবি আমিরাহহতে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেন, "বান্দা তার জন্ম থেকে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুর আগ পর্যন্তমহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যসহ যদি সিজদারত অবস্থায় থাকতো, বিচারদিবসে সে তার গুরুত্বতা বিবেচনা করতে পারবে এবং সে আবার এই দুনিয়াতে ফেরত আসতে চাইবে যেন সে তার পুরস্কার বৃদ্ধি করতে পারে।"
আলবানি একে সহীহ বলেছেন, *সাহিহ আল- তারগিব* #৩৫৯৭।

১.৬ কৃতজ্ঞতা একটি অন্যতম বড় নিয়ামত

বহুসংখ্যক মহৎ কাজের অধিকারী যে তার সর্বদা অবশ্যই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যস্ত থাকা উচিত, বান্দাকেকৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঙ্গতি দেয়া হল আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি অন্যতম বড় নিয়ামত। এটা তার উপর ফার্‌দ যে সে কৃতজ্ঞতার সহিত এই কাজগুলো সম্পন্ন করবে এবং ন্যায্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভাব উপলব্ধি করবে।

ওহাব ইবনে অবু ওয়ার্দকে যখন একটি বিশেষ কাজের প্রতিদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন, ‘এর প্রতিদান চেয়ো না, কিন্তু ঐ কাজ করার তৌফিক অর্জনের কারনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।’[৪১]

আবু সুলাইমান বলতো, ‘একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিভাবে তার কৃতকর্ম দ্বারা অভিভূত হতে পারে? কৃতকর্মগুলো হচ্ছে আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত, বিনয় প্রদর্শন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই এটা তার উপর অর্পন করা হয়। কেবলমাত্র কাদারিয়াহ-রাই তাদের কৃতকর্ম দ্বারা অভিভুত হয়!’[৪২] এরা হলো তারাই যারা বিশ্বাস করে না যে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার বান্দার কর্ম নির্ধারন করেন।

---

[৪১]আবু নুয়াইম, ভলিয়ুম ৮, পৃষ্ঠা ১৫৫।

[৪২]ইবিদ, ভলিয়ুম ৯, পৃষ্ঠা ২৭৬ #১৩৮৯৬।

যেদিন দাউদ আল-তাই মারা গেলেন সেদিন কতই না সুন্দর কথা বলেছেন আবু বকর আল-নাহশালি। তার দাফনের পর ইবনে আল সাম্মাক[৪৩] দাঁড়িয়ে তার সতকর্মগুলোর প্রশংসা করেন এবং নিজে কাঁদলেন ও উপস্থিত সকলকে কাঁদালেন এবং শপথ করে বললেন যে তিনি যা বলেছেন তা সত্য বলেছেন... আবু বকল আল-নাহশালি দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন এবং তার কর্মের উপর তাকে ছেড়ে দিবেন না!'[৪৪]

যায়িদ ইবনে সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আবু দাউদে উল্লেখিত আছে যে আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেন,"আল্লাহ যদি দুনিয়া ও জান্নাতের অধিবাসীদের শাস্তি দিতে চাইতেন, তাহলে তিনি যেকোন উপায়ে কোন রকম নিষ্ঠুরতা ছাড়াই তা করতে পারতেন। যদি তাদের প্রতি দয়া দেখাতে চান, তাহলে তার তাঁর দয়া তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম।"[৪৫]

---

[৪৩]ইবিদ, ভলিয়ুম ৮, পৃষ্ঠা ২২৩ #১১৯৪৯ এ উল্লেখ আছে যে তিনি বলতেন, 'এটা স্তম্ভিত করে যে মানুষের চোখ ঘুমে বিভোর হতে পারে যখন মৃত্যুর ফেরেশতা তার বালিশের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।'

[৪৪]ইবিদ, ভলিয়ুম ৭, পৃষ্ঠা ৩৯৬ #১০৯৭৭।

[৪৫]আবু দাউদ #৪৬৯৯ এবং ইবনে মাজাহ #৭৭।

ইবনে হাব্বান (#৭২৭) এবং আলবানি একে সহীহ ঘোষণা করেছেন, *সাহীহ আল-জামি'* #৫২৪৪, মহান আল্লাহ বলেন, **"আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিঁনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ তো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।" [সুরা ফাতিরাঃ ৪৫]**

ইবনে হাব্বান #৬৫৯ এ উল্লেখিত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেন, "আল্লাহ যদি আমার ও ঈসার গুনাহ বিবেচনা করতেন, নুন্যতম জুলুম না করে তিঁনি আমাদের শাস্তি দিতে পারতেন।"

ইবনে হিব্বান ও আলবানি একে সহীহ বলেছেন, *সাহীহ আল-তারঘিব* #২৪৭৫।

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাকিমে উল্লেখ আছে নবীজির কাছে একজন লোক আসলেন এবং বললেন, ‘পাপ! পাপ!’দুই-তিনবার একই কথার পুনারাবৃত্তি করলেন। আল্লাহর রাসুল (সঃ) বললেন, “বল, হে আল্লাহ, আপনার ক্ষমাশীলতা আমার পাপের চেয়ে সুবিশাল এবং আমি আমার কৃতকর্মের চেয়ে তার উপর বেশি আশা রাখি।” সে তাই বলল এবং আল্লাহর রাসুল (সঃ) বললেন, “আবার বল।” সে তা করল এবং তাকে পুনরায় বলতে হুকুম করা হলে সে আবারও বলল। তারপর তিনি (সঃ) বললেন, “দাঁড়াও তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে।”[৪৬]

পাপের বিবেচনায় আমি ছিলাম প্রাচুর্যময়,
কিন্তু আমার রবের ক্ষমা তার চেয়ে বেশি প্রাচুর্যময়ঃ
আমার কর্মের কাছে ছিল না কোন প্রত্যাশা
তবে আল্লাহর দয়া আমাকে দিয়েছে প্রতীক্ষা।

---

[৪৬]হাকিম #১৯৯৪।
আলবানি একে দা’ইয়িফ ঘোষণা করেছেন, *দা’ইয়িফ আল-জামি’* #৪১০১।

১.৭ আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি

নিজেদের মধ্যেএখনযে উন্নত নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটাই এই কাজের পরিচিতি, আগুন হতে নাজাত এবং জান্নাতে প্রবেশকে অপরিহার্য করে তোলা নয়,জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে উত্তরণকে অপরিহার্য করে তোলাঃ তাদের স্তরে যা কাছে আনে এবং দুনিয়ার পালনকর্তার মুখ দেখা এবং এটা জানা যে শুধুমাত্র আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও ক্ষমাশীলতার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করতে পারলে তা পাওয়া সম্ভব।এর জন্য এখন প্রয়োজন মুমিনদের স্বীয় কর্ম সম্পর্কে উচ্চ ধারনা ত্যাগ করা এবং শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা।

একজন জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, ‘কোন কাজটা উত্তম?’তিনি উত্তর দিলেন, ‘মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগ্রহ অনুধাবন করা।’

কোন উপায়ে পারো কিছু পরিমাণে দান করতে,
যোগসাজশ করবে সে অসাড়ের সাথে সুবিজ্ঞের।

যখন সবকিছু বোধগম্য হয়, ইমানদার বান্দার জন্য এটা ফরজ; যে বান্দা আগুন থেকে নাজাত ও জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, যে তার প্রভুর নিক্টবর্তী হতে চায়,তাঁর মুখ দর্শন করতে চায়; এই সব পেতে হবে এমন এক উপায় গ্রহন করে যা অর্জন করবে আল্লাহর দয়া, অব্যাহতি, ক্ষমা, সন্তুষ্টি এবং ভালোবাসা। এই পথেই সে তাঁর বদান্যতা অর্জন করবে। আল্লাহর নির্ধারিত বিভিন্ন কর্মকান্ড করাই হল সেই পথঃ শুধুমাত্র সেইসব কাজ যেগুলোতিঁনি তাঁর রাসুলের (সঃ) উপর নাজিল করেছেনঃ শুধুমাত্র ঐসব কর্মকান্ড যা সম্পর্কে রাসুল (সঃ) বলেছেন আমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যাবেঃ

ঐসব কর্মকান্ড যা তিঁনি ভালোবাসেন এবং যা তাঁর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা অর্জন করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

...নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়নদের নিকটবর্তী। [সুরা আ'রাফঃ ৫৬]

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَـا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

...'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি আর আমার দয়া-তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ...' [সুরা আ'রাফঃ ১৫৬]

সুতরাং একজন বান্দার উপর এটা ফার্‌দ যে সে *তাকওয়ার*[৪৭]ঐসকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ধার্মিকতা খুজে বের করবে যা আল্লাহ তাঁর কুরআন অথবা তাঁর রাসুলের (সঃ) উপর নাজিল করেছেন এবং তিনি যা কিছু নিজে করে গেছেন, এইসব আমল করার মাধ্যমে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া। একজন মুমিনের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

[47]তালক ইবনে হাবীবকে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,'এটা এমন যে তুমি আল্লাহকে মান্য করো আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়ে, আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়ার আশায়। আল্লাহর অবাধ্যতা ত্যাগ করো আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়ে, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পেয়ে।'
ইবনে আল মুবারক, *আল-যুহদ* #৪৭৩ তে সহীহ ইসনাদসহ উল্লেখ করেছেন।
ইবনে আল-কাইয়্যুম, *আল-রিসালাহ আল-তাবুকিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা ২৭ এ বলেন, 'তাকওয়া সম্পর্কিত সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞা হলো নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি কাজ শুরুর একটি কারন ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে। আল্লাহরপ্রতি আজ্ঞানুবর্তিতা ও তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার কারন কখনই আমলহিসেবে গণ্য হতে পারেনা যতক্ষন পর্যন্ত না এর শুরুর অগ্রভাগ ও কারন হবে নিখাদ বিশ্বাস, না অভ্যাস, না আকংক্ষাভিত্তিক, না প্রশংসা ও অবস্থানের আশায়, না এই ধরনের অন্যকিছু। এর উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর পুরস্কার ও তাঁর সন্তুষ্টি, এটাই *ইহতিসাব* এর সংজ্ঞা। এই কারনেই মাঝে মাঝে আমরা এই দুইটি বুনিয়াদের যুগল উল্লেখ দেখতে পাই, যেমন তিনি (সঃ) বলেছেন, "যে ঈমানের সাথে রমাদানের সিয়াম পালন করবে এবং *ইহতিসাব*..."
তার বক্তব্য 'আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত প্রাপ্ত হয়ে' প্রথম বুনিয়াদ ঈমানকে ইঙ্গিত করে। তার বক্তব্য, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার আশা করা' দ্বিতীয় বুনিয়াদ *ইহতিসাব*কে ইঙ্গিত করে।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল

গ্রন্থের শুরুতে আয়শা (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে দুইটি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে নবী (সঃ) আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজের নির্দেশনা দিয়েছেন। এগুলো হলোঃ

১। **ঐসব ইবাদত যা অধ্যাবসায়ের সাথে একটানা করা হয় যদিওবা তা সংখ্যায় কম হয়।** এটাই হলো নবী (সঃ) এবং তার পরে তার স্ত্রীগণ ও তার পরিবারের আমলের বিবরন। তিনি আমলের বিচ্ছিন্নতাকে নিষেধ করতেন এই বলে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে আল-আস (রাঃ)"অমুক এবং অমুক এর মত হওয়ো না যে রাতে সালাত পড়তে থাকে এবং তারপর ছেড়ে দেয়।"[৪৮]

তিনি (সঃ) বলেন, "তোমাদের কারো দুয়ার উত্তর দেওয়া হবে যতদিন কেউ তাড়াহুড়া না করবে এবং অধৈর্য্য না হবে এই বলে যে, 'আমি দুয়ার পর দুয়া করলাম কিন্তু কোন উত্তর পাইনি।' তাই সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং দুয়া করা ছেড়ে দেয়।"[৪৯]

---

[৪৮]বুখারি #১১৫২ এবং মুসলিম #১১৫৯/২৭৩৩।

[৪৯]বুখারি #৬৩৪০ এবং মুসলিম #২৭৩৫/৬৯৩৪-৬৯৩৬ আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত।

আল-হাসান বলেন, "যখন শয়তান দেখে আপনি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি অনুজ্ঞত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অধ্যবসায়ী, তখন সে আপনাকে বিপথগামী করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে; যদি সে এরপরও আপনাকে অধ্যবসায়ী পায়, তাহলে সে চেষ্টা ছেড়ে দিবে এবং আপনাকে ত্যাগ করবে। কিন্তু, যদি সে আপনাকে এটা-ওটার মধ্যে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করতে দেখে, সে আপনার ভিতর আশা খুজে পাবে।"

২। ঐসব ইবাদত যা করা হয় অটলতা, ভারসাম্য আর আরামের সাথে যা কষ্টকর পরিণরতি ও অযৌক্তিক সংগ্রাম বিরোধী। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'... আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না...' [সুরা বাকারাঃ ১৮৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم

مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'... আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না...'[সুরা মায়িদাঃ ৬]

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

'... তিঁনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিঁনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কোঠরতা আরোপ করেন নাই। ...' [সুরা আল-হাজ্জঃ ৭৮]

নবী (সঃ) বলতেন, "বাস্তবিক বিষয়গুলোকে সহজ করো এবং এগুলোকে কঠিন করে তুলো না।"[৫০] তিনি (সঃ) বলেন, "বাস্তবিক বিষয়গুলোকে সহজ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, এগুলোকে কঠিন করে তোলার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয় নি।"[৫১]
আহমাদ এ উল্লেখ আছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞাসা করা হয়ছিলো যে 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম কি?' তিনি উত্তর দিলেন, "সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম।"[৫২]

মিহজান ইবনে আল-আদ্‌রা হতে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, একজন লোককে সালাতরত অবস্থায় দাঁড়ানো দেখে নবী (সঃ) মাসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি তাকে সত্যবাদী মনে করেন?" বলা হয় যে, 'আল্লাহর নবী, তিনি অমুক এবং অমুক, তিনি মাদিনার সবচেয়ে উত্তম বাসিন্দা এবং সালাত আদায়কারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়মিত!'

---

[৫০]বুখারি #৩০৩৮ এবং মুসলিম #১৭৩২/৪৫২৫-৪৫২৬ আবু মুসা হতে বর্ণিত; বুখারি #৬৯, ৬১২৫ এবং মুসলিম #১৭৩৪/৪৫২৮ আনাস হতে বর্ণিত।

[৫১]বুখারি #২২০ এবং আবু দাউদ #৩৮০।

[৫২]আহমাদ #২১০৭ এবং বুখারি ভলিয়ুম ১, পৃষ্ঠা ৯৩, তা'লিক তথ্য হিসেবে রয়েছে।
পূর্বেঃ *আল-হানাফিয়াহ আল-সামহাহ*। শায়খ সিন্দি বলেন, 'ইব্রাহিমের ধর্মে আল-হানাফিয়াহ একটি আরোপণ এবং এখানে ইসলাম ধর্মকে বুঝানো হয়েছে যা নাজিল করা হয়েছে আমাদের নবীর (সঃ) কাছে যার সাথে ইব্রাহিমের ধর্মের গোড়াপত্তন এবং বহু সম্পূরক বিষয়সমূহের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।আরবদের ভাষায় হানিফ হলো সেই ব্যক্তি যে ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরন করতো। আল-সামহাহ বলতে এমন কিছুকে বুঝায় যা নিজে খুব সহজ এবং সন্ন্যাসবাদের মত কারো জন্য বোঝাস্বরূপ নয়।'
আহমাদ #২৪৮৫৫ এও উল্লেখ আছে যে আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (সঃ) বলেন, "আমাকে সহজ ধর্ম দিয়ে পাঠানো হয়েছে।"

তিনি বললেন, "তাকে শুনতে দিও না পাছে তুমি তাকে ধ্বংস করে দাও[৫৩]– (এই কথা তিনি দুই-তিনবার বললেন।) তোমরা হলে সেই উম্মত যাদের কাছ থেকে শান্তি কাম্য।"[৫৪]

অন্য বর্ণনায় কথাটা এভাবে এসেছে, "তোমার ধর্মের সবচেয়ে সহজ দিকটি হলো এর সবচেয়ে ভালো দিক।"[৫৫]কথাটি অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, "অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তা অতিক্রমের চেষ্টা করে তুমি বিষয়টি রপ্ত করতে পারবে না।"[৫৬]

---

[৫৩]বুখারি #২৬৬৩-৬০৬০ তে উল্লেখ আছে আবু মুসা হতে বর্ণিত যে নবী (সঃ) শুনতে পেলেন একজনকে অতিরিক্ত ভাবে আরেকজনের প্রশংসা করতে শুনে বলেলেন, "তুমি তার মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছো!" আহমাদ #৫৬৮৪ এ উল্লেখ আছে ইবনে উমার হতে বর্ণিত যে নবী (সঃ) বলেন, "যদি তুমি তাদেরকে প্রশংসা করতে দেখো, তাদের মুখে ধুলা ছুড়ে মারো।" ইবনে হাব্বান #৫৭৭০ এবং হেইসামি, ভলিয়ুম ৮, পৃষ্ঠা ১১৭ একে সাহীহ বলেছেন।

[৫৪]আহমাদ #২০৩৪৭।

হেইসামি, ভলিয়ুম ৩, পৃষ্ঠা ৩০৮-৩১০, ভলিয়ুম ৪, পৃষ্ঠা ১৫ এ একে সহীহ ঘোষনা করেছেন।

'তোমরা হলে সেই উম্মত যাদের কাছ থেকে শান্তি কাম্য' বলতে বুঝায় ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমাদের চরমপন্থি হবার প্রয়োজন নেই, এবং যে ব্যক্তি এমন আমল করবে তার প্রশংসাও করা উচিত নয়, বরং মধ্যপন্থা অধিক উপযুক্ত।

[৫৫]আহমাদ #১৮৯৭৬। এর অর্থ হলো আমলের ক্ষেত্রে চরমপন্থি না হয়ে মধ্যপন্থি হওয়া উচিত।

[৫৬]আহমাদ #১৮৯৭১।

বুখারি #৩৯ এ আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে নবী (সঃ) বলেন, "ধর্ম সহজ, কেউ তাকে কঠিন করে না, নতুবা এটা তাকে ছেয়ে যাবে। তাই দৃঢ়, অবিচল ও মধ্যপন্থি হও..."

হুমায়দ ইবনে যানজাওয়াহ-ও এই হাদিসটি উল্লেখ করেন এবং তার বিবরনে সংযোজন করেন, "... এমন আমল করো যা তুমি ধারন করার সমর্থ রাখো, কারন আল্লাহ (তোমার প্রতিদান) দিতে ক্ষান্ত হন না যতক্ষন না তুমি ক্লান্ত হও এবং ত্যাগ করো এবং তোমার জন্য রয়েছে সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের শেষ ভাগ আল্লাহর ইবাদত করার জন্য।"[৫৭]

আহমাদে উল্লেখ আছে বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি শুধুমাত্র রাসুলুল্লাহকে (সঃ) দেখতে গেলাম এবং তার সাথে যোগদান করলাম। আমরা আমাদের সামনে একজন লোককে অনেক সালাত পড়তে দেখলাম এবং তিনি (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি মনে হয় সে জাহির করছে?" আমি বললাম,"আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সবচেয়ে ভালো জানে।" তিনি আমার কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলেন এবং দুই হাত একত্রিত করে তা উপর-নিচ করলেন আর বললেন, "মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, কারন যে কেউ এই ধর্মকে কঠিন করে তুলবে সে তাকে এর মধ্যে বিধ্বস্ত অবস্থায় খুজে পাবে।"'[৫৮]

---

[৫৭]এই হাদিসের প্রথম অংশ বুখারিতে #৪৩-১১৫১ আছে।

[৫৮]আহমাদ #১৯৭৮৬-২২৯৬৩।

ইবনে খুযায়মাহ #১১৭৯ হাকিম #১১৭৬ যাহাবির সহমতে একে সহীহ বলেছেন।

শেষের বাক্যটি আহমাদ #২৩০৫৩ তে বুরায়দাহ আল-আসলামি হতে বর্ণিত আছে।

মুরসাল তথ্য হিসেবেও এই হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এখানে উল্লেখ করা হয় যে নবী (সঃ) বলেন, “এই ব্যক্তি কঠিন পথ বেছে নিয়েছে, সহজ পথ নয়।” অতঃপর তিনি লোকটির বুকে ধাক্কা দিলেন এবং চলে গেলেন এবং ঐ লোককে আর কোনদিন মাসজিদে দেখা যায়নি।[৫৯]

যারা অনবরত সন্ন্যাসী জীবনযাপন করতে, খাসি হয়ে যেতে, সারারাত সালাত পড়তে, প্রতিদিন সিয়াম রাখতে, প্রতিরাতে সম্পুর্ণ কুরআন পড়তে যেমন পড়তেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস, উসমান ইবনে মাযু’ন, আল-মিকদাদ এবং অন্যান্যরা; তাদের বিষয়ে নবী (সঃ) আপত্তি করেছেন। তিনি (সঃ) বলেন, “... আমি সিয়াম পালন করি এবং ভঙ্গ করি; আমি রাতে সালাত পড়ি এবং ঘুমাই; এবং আমি বিয়ে করিঃ যে আমার সুন্নাহ থেকে সরে যাবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত না।”[৬০]

পরিশেষে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমরকে প্রতি সাতদিনে একবার কুরআন তিলাওয়াত করার পরামর্শ দেন এবং একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে তিনি প্রতি তিনদিনে সম্পুর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করার পরামর্শ দেন। তিনি (সঃ) বলেন,

---

[৫৯]আহমাদ #১৩০৫২ তে উল্লেখ আছে আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, “এটি শক্তিশালী ধর্ম তাই শান্তভাবে এর আদ্যোপান্ত ভ্রমণ করো।”
তিনি #১৮৫১ এ আরো উল্লেখ করেন ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, “ধর্ম নিয়ে চরম্পন্থার বিষয়ে সতর্ক হও কেননা এই কারনেই তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।”
[৬০]আবু দাউদ #১৩৬৯ আয়শা হতে বর্ণিত।

“যে ব্যক্তি তিনদিনের কমে এটি তিলাওয়াত করবে সে এটা বুঝেনি।” সবশেষে তিনি (সঃ) সিয়াম সম্পর্কে তাকে পরামর্শ দিতে গিয়ে দাউদের সিয়াম নিয়ে বলেন, “এর থেকে উত্তম আর কোন সিয়াম নেই।” রাতের সালাত সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গিয়ে দাউদের সালাতের কথা উল্লেখ করেন।[৬১]

---

[৬১]বুখারি #৩৪১৮ এবং মুসলিম #১১৫৯-২৭২৯-২৭৩০-২৭৩৯। দাউদের সিয়াম হলো একদিন বাদে একদিন সিয়াম রাখা। দাউদের রাতের সালাত হলো অর্ধেক রাত ঘুমানো, পরের তিন ভাগের একভাগে সালাত পড়া এবং পরের ছয় ভাগের একভাগে ঘুমানো।

তৃতীয় অধ্যায়

“সাদ্দিদু ওয়াক্বরিবু” এর অর্থ

আবু হুরায়রাহ ও আয়শা (রাদি আল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত তার (সঃ) হাদিস “দৃঢ়, অবিচল ও মধ্যপন্থি হও”[৬২], *সাদ্দিদু* অর্থ বুঝায় দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতার সাথে আমল করা। এর অর্থ হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, একজনের উপর যা কিছু ফরদ করা তা ত্যাগ করে অসম্পুর্ন না থাকা বা একজন যতটুকু বহন করতে পারে তার থেকে বেশি ভার না নেওয়া। নাদর ইবনে শুমায়ল বলেন, ‘*আল-সাদাদ* বলতে বুঝায় ধর্মপালনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।’

অনুরূপ, *ক্বরিবু* একই অর্থ বুঝায়ঃ অসম্পুর্নতা ও বাড়াবাড়ি এই দুইয়ের মাঝের পথ বেছে নেওয়া। দুইটি শব্দ অভিন্ন এবং অনুরূপ অর্থ। তিনি (সঃ) অন্য আরেকটি বর্ণনায় এটা বুঝাতে চেয়েছেন, “মধ্যম পথকে আকঁড়ে ধরো।”

---

[৬২] সাদ্দিদু ওয়া ক্বরিবু।

তার (সঃ) বক্তব্য, "… যাদের জন্য রয়েছে সুখবর।" বুঝায় যে কেউ দৃঢ়তা ও মধ্যম পথে আল্লাহকে মান্য করবে, তার জন্য রয়েছে সুখবর, কারন সে তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে এবং তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে যে তার কর্মসাধনের জন্য মহান প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। দৃঢ়তা এবং মধ্যম পথ হলো অন্য আর সকল পথ থেকে ভালো; অন্যক্ষেত্রে কঠিন সংগ্রামের চেয়ে সুন্নাহ অনুসরনে মধ্যপন্থি হওয়া ভালো, "মুহাম্মদ (সঃ) এর পথনির্দেশই উত্তম পথনির্দেশ।"[৬৩]যে কেউ তার পথ অনুসরন করবে অন্য যেকোন পথের চেয়ে আল্লাহকে সে বেশি কাছাকাছি পাবে। অনেক বেশি বাহ্যিক আমলের করে পুণ্য অর্জন সম্ভব নয়, বরং এটা অর্জন করা সম্ভব আল্লাহর প্রতি ইখলাস পুর্ন আমল এবং সুন্নাহ মোতাবেক সেগুলো যেন সঠিক হয় এবং অন্তরের জ্ঞান ও আমলের মাধ্যমে।

যার আল্লাহ, তাঁর ধর্ম এবং তাঁর হুকুম-আহকাম সম্পর্কে বেশি জ্ঞান আছে, তারই তাঁর সম্পর্কে ভয়, ভরসা ও ভালোবাসা রয়েছে অন্য একজনের চেয়ে বেশি যে ঐ জ্ঞান অর্জন করতে পারে নাই, যদিওবা দ্বিতীয় ব্যক্তি বাহ্যিক আমল বেশি করে। এই ধারনাটি নেওয়া হয়েছে আয়শার (রাঃ) হাদিস হতে, "দৃঢ়, অবিচল ও মধ্যপন্থি হও, যার উপর সুসংবাদ আছে, নিশ্চয়ই শুধুমাত্র আমল একজনের জান্নাতে প্রবেশের কারন হবে না। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে সেটা যা একটানা এবং অধ্যবসায়ের সাথে করা হয়, যদিওবা তা সংখ্যায় কম।"

---

[৬৩]মুসলিম ৮৬৭/২০০৫।

অতএব তিনি আমলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে আদেশ করেছেন এবং জ্ঞানের সাথে এর সমন্বয় ঘটাতে বলেছেন, যা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল এবং তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন শুধুমাত্র আমল একজনের জান্নাতে প্রবেশের কারন হবে না।

এটা এই কারনে যে কিছু সালাফ বলেন, 'অনেক বেশি সিয়াম বা সালাতের গুণে আবু বকর তোমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি, বরং এমনকিছু তার অন্তরের শিকড়ের ভিতর ছিলো যার কারনে সে তোমাদের ছাড়িয়ে গেছে।'[৬৪] তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, 'আবু বকরের (রাঃ) অন্তরে যা ছিল তা হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর বান্দার প্রতি ইখলাস।'

কিছু জ্ঞানী বাক্তি বলেন, 'এমন কেউ নেই যে ঐরকম উচ্চপর্যায়ে পৌছিয়েছে প্রচুর সিয়াম এবং সালাতের মাধ্যমে, বরং আত্মার উদারতা, অন্তরের সৌন্দর্য এবং উম্মাহর প্রতি আন্তরিকতা'[৬৫] কেউ কেউ এর সাথে যোগ করেছেন, 'এবং তাদের নিজেদের আত্মার সমালোচনা।' তাদের মধ্যে একজন বলেছেন, 'তাদের মর্যাদার পার্থক্য নিহিত রয়েছে তাদের লক্ষ্যবস্তু ও নিয়্যতের ভিতর, সালাত ও সিয়ামের ভিতর নয়।'

---

[৬৪]হাকিম আল তিরমীযি, *আল-নাওয়াদির* বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুযানির বক্তব্য হিসেবে।
[৬৫]আবু নুয়াইম, ভলিয়্যুম ৮, পৃষ্ঠা ১০৩, ফুদায়ল ইবনে ইয়াদ হতে।

ইসরাইলের অধিবাসীদের দীর্ঘ জীবন এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের মহৎ প্রচেষ্টা আবু সুলাইমান উল্লেখ করেন, যা তিনি বলেন, 'আল্লাহ তোমার কাছ থেকে চায় সত্যিকার নিয়্যত যা তাঁর জন্য থাকে।'[৬৬]

ইবনে মাসু'দ তার সাথীদের বলেন, 'তোমরা মুহাম্মদের (সঃ) সাহাবাদের চেয়ে বেশি সিয়াম পালন করো ও সালাত পড়ো কিন্তু তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম।' তারা জিজ্ঞাসা করলো, 'তা কিভাবে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তারা তোমাদের চেয়ে এই দুনিয়ার ব্যাপারে অনেক বেশি সংযমীএবং আখিরাতের ব্যাপারে উচ্চাভিলাষী ছিলো।'[৬৭] অতঃপর তিনি ইঙ্গিত করলেন যে সাহাবাদের শ্রেষ্ঠতা নির্ভর করে আখিরাতের সাথে তাদের হৃদয়ের সংযোগের উপর, তার প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা, এই দুনিয়া থেকে পরাজ্মুখ হয়ে যাওয়া ও তা নিয়ে তাদের অল্প চিন্তাভাবনা যদিও তা তাদের জন্য সহজ প্রাপ্য ছিলো। তাদের হৃদয় ছিলো দুনিয়া শূন্য ও আখিরাতে পূর্ণ। এটাই তারা নবীর (সঃ) কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।তিনি (সঃ) ছিলেন একজনই যার হৃদয় ছিলো সবচেয়ে বেশি দুনিয়া বর্জিত ও আল্লাহর সাথে সংযুক্ত এবং আখিরাত ছিলো যার আবাসস্থল, তা সত্ত্বেও সৃষ্টিকুলের সাথে বাহ্যিকভাবে পারস্পরিক কর্মকান্ড সম্পাদন, নবুয়াতের দায়িত্বসমূহ পূর্ণভাবে পালন এবং ধর্মীয় ও দুনিয়াবি রাজনীতি বাস্তবায়ন।

---

[৬৬]ইবিড, ভলিয়ুম ৯, পৃষ্ঠা ২৬৩।
[৬৭]ইবিড, ভলিয়ুম ১, পৃষ্ঠা ১৩৬।

এটা ছিলো *খুলাফা* রাষ্ট্র যারা তার পরবর্তী সময়ে এসেছিলেন এবংতাদেরকে যারা ধার্মিকতার ক্ষেত্রে অনুসরন করেছেন যেমন আল-হাসান ও উমার ইবনে আব্দুল-আজিজ। তাদের সময় এমন অনেক লোক ছিলো যারা তাদের চেয়ে অনেক বেশি সিয়াম পালন করতেন এবং সালাত আদায় করতেন কিন্তু তাদের হৃদয়, দুনিয়া ত্যাগ, আখিরাতের দিকে ছুটে যাওয়া ও সেখানে বসতি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার যে স্তরে তারা উঠে গিয়েছিলো সেখানে পৌছাতে পারেনি।

৩. ১ একটি মহৎ নীতি

মানুষদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা নবীর (সঃ) পথ এবং তার সাহাবাদের প্রতিভা অনুসরন করেছে,যেমন ইবাদতের শারিরীক আমলের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন মধ্যপন্থি এবং অন্তরের হালচাল ও কাজ-কারবার শুদ্ধ করার ব্যাপারে তারা সংগ্রাম করেছেন। কারন শারিরীক যাত্রা নয়, অন্তর যাত্রা দ্বারাই আখিরাতের যাত্রা সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব।

এক জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে একজন লোক এসে বলল, ‘আমি অনেক যাত্রা করেছি এবং আপনার কাছে পৌছাতে কষ্ট হয়েছে।’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘এটা দুঃসাধ্য যাত্রার ব্যাপার নয়, বরং , আপনার থেকে এক কদম নিচের দূরত্বে আপনার নিজের দূরত্ব এবং তারপর আপনি খুজে পাবেন লক্ষ্যকে।’

আবু যায়দ বলেন, ‘আমি স্বপ্নে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা দেখতে পেলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “হে আমার স্রষ্টা! একজন আপনার পথ কিভাবে অতিক্রম করবে?”তিনি উত্তর দিলেন, “নিজেকে পরিত্যাগ কর এবং সাদরে চলে আসো!”’[৬৮]

এই উম্মাহকে যা দেওয়া হয়েছে তা আর কোন উম্মাহকে দেওয়া হয়নি এবং পরবর্তীতে কর্মদক্ষতার দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে নবীকে (সঃ)। তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টি, তার দিক নির্দেশনা ছিলো সর্বোত্তম দিক নির্দেশনা, তার মাধ্যমে আল্লাহ ধর্মকে সহজ করেছেন এবং তার মাধ্যমে তিঁনি উম্মাহর অনেক দুর্ভোগ ও সমস্যা দূর করেছেন। যে তাকে অনুসরন করলো সে আল্লাহকে মান্য করলো এবং তাঁর পথনির্দেশনা মেনে চলল এবং এর বিনিময়ে তিঁনি তাকে ভালোবাসবে।

---

[৬৮]ইবনে আল-জাওযি, *সিফাতুল-সাফওয়াহ,* ভলিয়ুম ৪, পৃষ্ঠা ১১১ #১৭৯।

৩. ২ এই ধর্মের সহজসাধ্যতা

কিছু সহজসাধ্যতা যা আমরা তার (সঃ) মাধ্যমে অর্জন করেছি তা হল, যে জামাতে ইসা সালাত আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত সালাত আদায় করলো এবং যে জামাতে ফজর সালাতআদায় করলো, সে যেন সারারাত সালাত আদায় করলো।[৬৯]সুতরাং, সে যখন বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলো তখন তা রাতের সালাত হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং এরকম আরো রয়েছে, যেমন, যদি সে উদুসহ ঘুমাতে যায় ও ঘুমের আগ মুহুর্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করে। যে মাসের তিনদিন সিয়াম রাখলো সে যেন সারা মাস সিয়াম পালন করলো।[৭০] কাজেই মাসের বাকি দিনগুলোতে সে আল্লাহর কাছে সিয়াম পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে যদিও সে খাওয়া-দাওয়া করেছে এবং "যে খায় এবং শুকরিয়া আদায় করে সে একজন ধৈর্যশীল সিয়াম পালনকারীর পুরস্কার পাবে।"[৭১]

---

[৬৯]মুসলিম ৬৫৬/১৪৯১ উসমান হতে বর্ণিত।

ইবনে আল কাইয়ুম, *আল-মানার আল-মুনিফ*, পৃষ্ঠা ৪০, বলেন, 'অতএব যে এই সালাতগুলো জামাতের সাথে আদায় করবে সারারাত সালাত আদায় করার সওয়াব পাবে। যদি এই ব্যক্তি এই দুই ওয়াক্ত সালাতা জামাতে আদায় করে এবং রাতে সালাত আদায় করে সে উভয়ের সওয়াব পাবে, কার্যত রাতের সালাত আদায় করার জন্য এবং আবার তার সমতুল্য আরেকটি সওয়াব। যদি ঐ ব্যক্তি নিজে নিজে ঐ দুই ওয়াক্ত সালাত আদায় করে কিন্তু রাতের সালাত আদায় করে তাহলে সে জামাতে সালাত আদায় করার আর রাতে ঘুমানোর সওয়াব পাবে।'

[৭০]বুখারি #৩৪১৮ এবং মুসলিম ১১৫৯/২৭২৯।

[৭১]তিরমীযি #২৪৮৬ এবং ইবনে মাজাহ #১৭৬৫ সিনান ইবনে সানা হতে বর্ণিত।

তিরমীযি বলেন এটি ছিলো হাসান গরিব এবং বুসায়রি বলেন এর ইসনাদ সহীহ। ইবনে হিব্বান #৩১৫ এবং হাকিম যাহাবির সহমতে #৭১৯৪ তে একে সহীহ বলেছেন।

যার রাতে উঠে সালাত আদায় করার নিয়্যত থাকে কিন্তু ঘুমের কারনে পারে না, তার আমলনামায় রাতের সালাতের সওয়াব লিখা হবে এবং ঐ ঘুম হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সাদাকাহ।[৭২]

আবুল দারদা বলেন, 'নিশ্চয়ই জ্ঞানীর ঘুম ও সিয়াম পালনে বিরতি উতকৃষ্ট! দেখ কিভাবে তারা প্রার্থনার জন্য রাত্রি জাগরনে এবং বোকাদের সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে যায়!'[৭৩]

এটা এই কারনে যে সহীহ হাদিসে উল্লেখ আছে, "এমনটা সম্ভব যে একজন রাত জেগে সালাত আদায় করে ক্লান্তি ছাড়া কিছুই অর্জন করতে পারলো না এবং একজন সিয়াম পালন করে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই অর্জন করলো না।" তাবারানি ও আহমাদ।[৭৪]

---

[৭২]আবু দাউদ #১৩১৪ এবং ইবনে মাজাহ #১৩৪৪ আবুল দারদা হতে। ইরাকি #১২২৫ এ বলেন এর ইসনাদ সহীহ।

[৭৩]আবু নুয়াইম, ভলিয়ুম ১, পৃষ্ঠা ২১১।

[৭৪]আহমাদ #৮৮৫৬ আবু হুরায়রাহ হতে এবং তাবারানি #১৩৪১৩ ইবনে উমার হতে বর্ণিত।
ইবনে খুযায়মাহ #১৯৯৭ এবং যাহাবির সহমতে হাকিম #১৫৭১ একে সহীহ বলেন। হায়সামি, ভলিয়ুম ৩, পৃষ্ঠা ২০২, বলেন, এর বর্ণনাকারী বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভুল।

একজন বলেন, ‘এমন অনেকেই আছে যারা ক্ষমা প্রার্থনা করা কিন্তু তাদের নিয়তি হলো ক্রোধ এবং এমন অনেকেই আছে যারা চুপ থাকে কিন্তু তাদের নিয়তি হলো অনুগ্রহ। প্রথম জন ক্ষমা প্রার্থনা করে যদিও তার অন্তর থাকে একজন দুর্দমনীয় গুনাহগারের অন্তর আর দ্বিতীয়জন চুপ থাকে কিন্তু তার হৃদয় থাকে আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন।’ অন্যজন বলেন, ‘রাতে সালাত আদায় করাটা বড় বিষয় নয়, বড় বিষয় হলো একজন ঘুমিয়ে থাকে কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তিদের অগ্রগামী দলকে ছাড়িয়ে যায়।’

এই বিষয়ে বলা হয়,

তোমার এই দ্বিধাগ্রস্ত পথে আমার যা করণীয়
সহজ পথে হেঁটে সমুখে তোমায় বরণীয়!

চতুর্থ অধ্যায়

“সকাল”, “সন্ধ্যা”, ও “রাতের শেষাংশ” এর অর্থ

তার (সঃ) হাদিসের, “সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের শেষাংশে ভ্রমণ (আল্লাহর ইবাদাত) করো” অর্থ তার (সঃ) অন্য আরেকটি হাদিসের বর্ণনায় পাওয়া যায়, “আল্লাহর পথে ভ্রমণ (ইবাদত) করে সাহায্য প্রার্থনা করো সকাল, সন্ধ্যা এবং রাতের শেষাংশে।”

এর অর্থ হলোযে এই তিনটি নির্দিষ্ট সময়সীমা হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগ্যতের সাথে আমলের মাধ্যমে তাঁর দিকে যাত্রা (ইবাদাত) করার উপযুক্ত সময়। এগুলো হলো রাতের শেষে, দিনের শুরুতে এবং দিনের শেষে। মহান আল্লাহ, তাঁর বাণীতে এই সময়গুলোর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন,

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

‘এবং তোমরা প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো সকালে ও সন্ধ্যায়।’
‘রাত্রির কিয়দংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও, আর রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পরিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।’ [সুরা ইনসানঃ ২৫-২৬]

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى

‘সুতরাং তারা যা বলে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারন করো, এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রান্তসমূহেও, যেন তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো।’ [সুরা তা-হাঃ ১৩০]

فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ

‘অতএব তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারন কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।’ [সুরা কাফঃ ৩৯]
‘তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং সালাতের পরেও।’ [সুরা কাফঃ ৪০]

সর্বোচ্চ মার্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ, তাঁর বইয়ের বহু সংখ্যক জায়গায় দিনের দুই শেষভাগে তাঁকে স্মরণ করার কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيراً
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর।’ [সুরা আহযাবঃ ৪১]
‘এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।’ [সুরা আহযাবঃ ৪২]

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

‘অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা সন্ধ্যায়।’ [সুরা গাফিরঃ ৫৫]

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

‘যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাদেরকে তুমি বিতাড়িত কর না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে; করলে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ [সুরা আন’আমঃ ৫২]

যাকারিয়ার (আলাইহিস সালাম) যিকির সম্পর্কে তিঁনি বলেন,

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

‘অতঃপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসলো এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল।’ [সুরা মারিয়ামঃ ১১]

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ

‘সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।’ তিনি বললেন, ‘তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইঙ্গিত ব্যতীত কথা বলতে পারবে না, আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।’’ [সুরা আলি-ইমরানঃ ৪১]

এই তিনটি সময় ছাড়া আর আছে দুইটি সময় সেগুলো হলো দিনের শুরু এবং দিনের শেষ। এই দুই সময়ে একজন ফারদ এবং নফল উভয় আমল করতে পারেন। ফারদ দুইটি আমলের মধ্যে রয়েছে ফযর ও আসর এর সালাত এবং দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে এই দুই সালাত সবচেয়ে উত্তম। এই দুই সালাত আদায় করা হয় সবচেয়ে “শান্ত সময়ে” এবং যে কেউ এই দুই সালাত সংরক্ষন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৭৫] এই দুইটি সালাতকে বলা হয় “মধ্যবর্তী সালাত”।[৭৬] নফল আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর যিকির করা যাবে ফজর সালাতের পর থেকে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত এবং আসর সালাতের পর

---

[৭৫]বুখারি #৫৭৪ এবং মুসলিম #৬৩৫-১৪৩৮ আবু মুসা হতে বর্ণিত।

[৭৬]আল্লাহ বলেন, **“তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিষেশত মধ্যবর্তী সালাতের...” [সুরা বাকারাহঃ ২৩৮]**

বুখারি #৬৩৯৬ এবং মুসলিম #২৬৭-১৪২০-১৪২৬ নং হাদিসে বর্ণিত আছে যে মধ্যবর্তী সালাত হলো আসর সালাত। লেখক, আল্লাহ তাকে দয়া করুন, আরো কারন উল্লেখপূর্বক এগিয়েছেন যা এই রায়কে শক্তিশালী করে।

থেকে সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত, এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে বহু বর্ণনা রয়েছে। একইভাবে সকালে ও বিকালে এবং ঘুমানোর সময় ও ঘুম থেকে উঠার পর আল্লাহর যিকিরের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে বহু বর্ণনা এসেছে।

ইবনে উমার বলেন যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "হে আদম সন্তান, আমাকে দিনের শুরুতে এক ঘন্টা এবং দিনের শেষে এক ঘন্টা স্মরণ কর এবং এই দুইয়ের মাঝে সংঘটিত তোমার গুনাহ আমি ক্ষমা করে দিবো, বড় গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা কর যার জন্য তোমাকে অনুশোচনা করতে হয়।"[৭৭]

সালাফরা দিনের শুরুর চেয়ে দিনের শেষের উপর বেশি জোর দিত। ইবনে আল-মুবারক বলেন, 'আমাদের কাছে এটা উপনীত হয়েছে যে দিনের শেষে একজন আল্লাহর যিকির করলে তাকে সারাদিনের যিকিরের সওয়াব দেওয়া হবে।' আবুল জালদ বলেন, 'আমাদের কাছে এটা উপনীত হয়েছে যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মহান আল্লাহ সবচেয়ে নিচের আসমানে নেমে আসেন এবং আদম সন্তানদের আমল দেখেন।'

একজন সালাফ স্বপ্নে দেখেন আবু জাফর আল-ক্বারি তাকে বলেছেন, 'আবু হাযিম আল-আ'রাজকে-কঠোর তপস্বী ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যক্তি বল যে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্তারা সন্ধ্যায় তোমাদের জনসভা দেখেন।'[৭৮]এটা স্পষ্ট যে দিনের শেষে সাধারনত আবু হাযিম লোকদের গল্প শুনাতেন।

---

[৭৭]আবু নুয়াইম, ভলিয়্যুম ৮, পৃষ্ঠা ২১৩, তে আবু হুরায়রাহ হতে একটি হাদিস উল্লেখ আছে এবং এটি দাইফ।

[৭৮]ইবনে আল-জাওযি, ভলিয়্যুম ২, পৃষ্ঠা ১৬৭ #১৮৫।

একটি হাদিস আছে, “ফজরের পরে আল্লাহর যিকির চারজন দ্বাস মুক্তির চেয়ে বেশি প্রিয় এবং আসরের পরে আল্লাহর যিকির আটজন দ্বাস মুক্তির চেয়ে উত্তম।”[৭৯]

জুমু’আ বারের দিনের শেষ দিনের শুরু থেকে উত্তম কারন এটি এমন একটা ঘন্টা সময় ধারন করে যখন দুআ কবুল হয়।[৮০] আরাফাহ দিনের শুরুর চেয়ে দিনের শেষের দিক উত্তম কারন দিনের শেষের সময়টা হল কেয়ামতের সময়। সালাফদের মতে রাতের শুরুর চেয়ে রাতের শেষ উত্তম এবং প্রমাণ স্বরূপ তারা অবতরণের হাদিসটি দখিল করেন।[৮১] এই সমস্ত তথ্যগুলো এই মতকে শক্তিশালী করে যে আসর ‘মধ্যবর্তী সালাত’।
তৃতীয় সময়টি হচ্ছে *দুলজাহ;* রাতের শেষাংশের যাত্রা। এখানে এর অর্থ হল রাতের শেষে আমল করা যেটা হল ক্ষমা চাওয়ার সময়। মহান আল্লাহ বলেন,

---

[৭৯]আহমাদ #২২১৮৫-২২২৫৪ তে আবু উমামাহ হতে একই অর্থবিশিষ্ট হাদিস বর্ণিত আছে এবং হায়সামি, ভলিয়ুম ১০, পৃষ্ঠা ১০৪ এ বলেন এর ইসনাদ হাসান।

[৮০]বুখারি #৯৩৫ এবং মুসলিম #৮৫২-১৯৬৯-১৯৭৫ আবু হুরায়রাহ হতে বর্ণিত।

[৮১]বুখারি #১১৪৫ এবং মুসলিম #৭৫৬-১৭৭২-১৭৭৮ আবু হুরায়রাহ হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, “প্রতি রাতে, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে, আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা’আলা সবচেয়ে নিচের আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, ‘এমন কেউ কি আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিবো? এমন কেউ কি আছে যে আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে তা দিবো? এমন কেউ কি আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো?’”

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ

'... এবং শেষ রাত্রে ক্ষমাপ্রার্থী।' [সুরা আলি-ইমরানঃ ১৭]

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

'রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।' [সুরা যারিয়াতঃ ১৮]

এই আয়াতগুলোতে যে সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে তা হল অবতরণের শেষ সময় যখন যারা কিছু চায় আল্লাহ তাদের অভাব পুরন করেন এবং অনুতপ্তদের ক্ষমা মঞ্জুর করেন। রাতের মধ্যভাগ সংরক্ষিত সেইসব প্রেমিকদের জন্য যারা তাদের প্রিয় আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটাতে চান এবং রাতের শেষভাগ সংরক্ষিত গুনাহগারদের জন্য যারা তাদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে চান। যে কেউ রাতের গভীরে প্রেমিকের মত সংগ্রাম করতে অপারগ সে যেন অন্ততপক্ষে রাতের শেষভাগে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ান।

কিছু বিবরনে এসেছে যে রাতের শেষাংশে রাজসিজ্ঘাসনও শিহরিত হয়। তাওউস বলেন, 'রাতের শেষভাগে কেউ ঘুমিয়ে থাকতে পারে আমি এটা কল্পনাই করতে পারি না।'[৮২] তিরমীযির একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, "যে ভয় পায় সে রাতে ভ্রমন করবে আর যে রাতে ভ্রমন করবে সে তার গন্তব্যে পৌছে যাবে।"[৮৩]

রাতের শেষভাগের যাত্রা দুনিয়া ও আখিরাতের যাত্রাকে সংক্ষিপ্ত করে দেয়, মুসলিম হাদিস গ্রন্থে এরকম একটি হাদিস রয়েছে, “যখন তুমি যাত্রা করবে, রাতের শেষভাগে যাত্রা কর কারন রাতে দুনিয়া ছোট হয়ে আসে।”[৮৪]

জ্ঞানিদের একজন বলেছেন,

রাতের যাত্রা কর ধৈর্য সহকারে,
সকাল ফিরে আসুক তোমার দৃঢ় বাধ্যতা সহকারে।
হয়ো না দুর্বল হৃদয়, ছেড়ো না বাসনা,
ক্রোধ ও হতাশার করতে পারলে সমাধান
জানি আমি দেখা মিলবে সেই দিনের
এই ধৈর্য হল সত্যিকার সফলতা
বলঃ বাসনার তরে যে করেছে সমর,
ধৈর্যকে সাথী করে, এনেছে সফলতা।

---

[৮২]ইবনে আল-জাওযি, ভলিয়ুম ২, পৃষ্ঠা ২৮৫; এবং আবু নুয়াইম, ভলিয়ুম ৪, পৃষ্ঠা ৬।
[৮৩]তিরমীযি #২৪৫০ আবু হুরায়রাহ হতে বর্ণিত এবং তিনি একে হাসান গরিব বলেন।
হাকিম #৭৮৫১ যাহাবীর সহমতে একে সহীহ বলেন। আলবানিও #৩৩৭৭ একে সহীহ বলেন।
[৮৪]হাদিসটি মুসলিম এ নেই বরং আবু দাউদ #২৫৭১ আনাস হতে বর্ণিত।
হাকিম #১৬৩০ যাহাবির সহমতে একে সহীহ বলেছেন। আলবানিও #৩১২২ একে সহীহ বলেছেন।

সংগৃহীত আছে যে রাতে ঘুম থেকে উঠে আল-আশতার আলি ইবনে আবু তালিবের (রাঃ) কাছে প্রবিষ্ট হলেন এবং তাকে সালাতরত অবস্থায় পেলেন। তিনি বলেন, ‘হে বিশ্বাসীদের নেতা, দিনে সিয়াম পালন, রাতে সালাত আদায় এবং এই দুইয়ের মাঝে কঠোর পরিশ্রম!’ যখন তিনি তার সালাত শেষ করলেন তখন তিনি বললেন, ‘আখিরাতের যাত্রা দীর্ঘ এবং রাতের যাত্রার মধ্য দিয়ে এই যাত্রাকে সংক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন।’- এটিই হলো *দুলজাহ*।

হাবীবের স্ত্রী-আবু মুহাম্মদ আল-ফারিসি-তাকে রাতে জাগিয়ে তুলতেন এবং বলেতেন, ‘হে হাবীব জেগে উঠো, কারন পথ দীর্ঘ এবং আমাদের প্রস্তুতি খুবই নগণ্য। সতকর্মশীলদের কাফেলা আমাদেরকে রেখে এগিয়ে গিয়েছে এবং আমরা পিছনে পড়ে রয়েছি!’

হে ঘুমন্ত আর কত থাকবে তুমি শুয়ে?
হে আমার প্রিয় জেগে ওঠো প্রতিশ্রুত সময় এসেছে নিকটে।
রাতের অংশে কর তোমার প্রভুর ইবাদাত-
ঘুম হতে না পাবে বিরাম না পাবে শান্তি।
রাত্রিযাপন করে যে গভীর সুখনিদ্রায়,
সমর হীন পৌছাবে না সে ঠিক গন্তব্যে।

পঞ্চম অধ্যায়

সংযম এর অর্থ

তার (সঃ) হাদিস, "সংযম! সংযম! এর মাধ্যমেই গন্তব্যে পৌছাতে পারবে!" ইবাদতের ক্ষেত্রে সংযমের অনুপ্রেরণা বহন করে যেন একজন অতিরিক্ত না করে এবং ঘাটতি না রাখে। তিনি (সঃ) দুইবার এই কারনেই পুনরাবৃত্তি করেছেন। আল-বাযযার এই হাদিসটি উল্লেখ করেন হুযায়ফা (রাঃ) হতে যে নবী (সঃ) বলেন, "নিশ্চয়ই দরিদ্রতার ক্ষেত্রে সংযম উতকৃষ্ট। নিশ্চয়ই প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে সংযম উতকৃষ্ট। নিশ্চয়ই ইবাদাতের ক্ষেত্রে সংযম উতকৃষ্ট।"[৮৫]

মুতাররাফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখিরের এক ছেলে ছিলো সে এত বেশি ইবাদাত করতো যে তিনি তাকে বলেন, 'মধ্যবর্তী কাজকর্ম হলো উত্তম, দুইটি খারাপ আমলের মধ্যে একটি ভালো আমল থাকে এবং সবচেয়ে খারাপ যাত্রা হলো সেটা যেখানে সে এত বেশি সংগ্রাম করে যে সে তার শীর্ষ অবস্থানকে ধ্বংস করে এবং অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকে।'[৮৬]

আবু উবায়দাহ বলেন, তিনি বুঝিয়েছেন অতিরিক্ত ইবাদাত খারাপ, ঘাটতি খারাপ এবং সংযম প্রশংসনীয়।

---

[৮৫]বাযযার #২৯৪৬ হুযায়ফাহ হতে বর্ণিত। একে আলবানি দইফ জিদ্দান বলেছেন, *দইফ আল-জামি'* #৪৯৪৮।

[৮৬]বায়হাক্বি #৩৮৮৮; এবং আবু নুয়াইম, ভলিয়ুম ২, পৃষ্ঠা ২০৯।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর' (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদিস এই অর্থকে সমর্থন করে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "এটি ক্ষমতাশীল ধর্ম তাই একে বিনয়ের সহিত অনুসরন কর[৮৭] এবং আল্লাহর ইবাদাত যেন তোমার জন্য বোঝাস্বরূপ না হয়, কারন যে অনিশ্চিত এবং নিয়মিত হতে অপারগ না সে এই ভ্রমণকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে না সে তার শীর্ষ অবস্থানকে ধরে রাখতে পারে।[৮৮] যে মানুষ মনে করে সে বৃদ্ধ বয়সে মারা যাবে সেটা কাজের কাজ এবং যে মনে করে সে আগামীকাল মারা যাবে সেটা হুশিয়ারি।" ইবনে যানজাওয়ায়হ ও অন্যান্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।[৮৯]

বারংবার সংযমের ব্যাপারে তার (সঃ) আদেশ এই ইঙ্গিত বহন করে যে একজন মানুষের অবিরাম সংযমের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কারন একটি কষ্টকর যাত্রা যেখানে প্রবল সংগ্রাম করা হয় সেটা হঠাত করে অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবনতা থাকে; একটি সংযমী যাত্রা, যে কোন উপায়ে তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। এই কারনেই রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে সংযমের ফলশ্রুতিতেই লক্ষ্যে পৌছানোর কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব, "এবং যে রাতের যাত্রা করবে সে তার গন্তব্যে পৌছাতে পারবে।"

---

[৮৭]আহমাদ #১৩০৫২ আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণিত। সুয়ুতি #২৫০৮ একে সহীহ বলেছেন এবং *সহীহ আল-জামি* #২২৪৬ এ আলবানি একে হাসান বলেছেন।

[৮৮]বাযযার এই পরিমাণ উল্লেখ করেছেন এবং সুয়ুতি #২৫০৯ ও হায়সামি, ভলিয়ুম ১, পৃষ্ঠা ৬২ একে দইফ বলেছেন।

[৮৯]বায়হাকি, *সুনান আল-কুবরা* #৪৫২০-৪৫২১, আল-সুয়াব #৩৮৮৬। ইরাকি #১২৩২ এর ইসনাদকে দইফ বলেছেন।

এই দুনিয়াতে একজন মুমিন ততক্ষন পর্যন্ত তার রবের দিকে ভ্রমণ করে যতক্ষন না সে তাঁর কাছে পৌছায়,

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

‘হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করে থাকো, পরে তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে।’ [সুরা ইনশিকাকঃ ৬]

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

‘তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদাত কর।’ [সুরা হিজরঃ ৯৯]

আল-হাসান বলেন, ‘হে মানুষ! অধ্যবসায়, অধ্যবসায়! নিশ্চয়ই আল্লাহ মৃত্যুর আগে আমল বিচারের জন্য একটি শেষ সময় নির্ধারন করেছেন,’ এবং তারপর তিনি এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন। তিনি আরো বলেন, ‘তোমার অন্তর হলো তোমার শীর্ষ অবস্থান কাজেই তোমার শীর্ষের যত্ন নাও, এভাবে এটা তোমাকে তোমার মহান ও সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের নিকট নিয়ে যাবে।’

একজনের শীর্ষগুলোর যত্ন নেওয়ার সহজঅর্থ হল এগুলোকে উপযুক্ত ও সুস্থ রাখাএবং তাদেরকে অতিরিক্ত বোঝা না দেওয়া। অতএব যদি কেউ মনে করে তার আত্মা যাত্রা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে, যত্নটা নিতে হবে এই যাত্রা শেষ করার অভিপ্রায় বা বাসনা তৈরি করার মাধ্যমে অথবা যাত্রা শেষ করতে না পারার ভয় তৈরির মাধ্যমে, পরিস্থিতি অনুসারে। একজন সালাফ বলেন, ‘আশা হচ্ছে পথনির্দেশক এবং ভয় হচ্ছে চালক এবং আত্মা হল এই দুয়ের

মাঝে স্বেচ্ছাচারী প্রানি।' সুতরাং যখন পথনির্দেশক ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং চালক এর প্রভাব সামলাতে অপারগ হয়, আত্মা বন্ধ হয়ে যাবে এবং এর মৃদু চিকিতসা লাগবে এবং তার যাত্রা পুনরায় শুরু করার জন্য একটি 'গান' লাগবে। এক্ষেত্রে উট চালক তার উট পাল চালাতে এই গানটি গান,

কাল তুমি দেখতে পাবে কলা আর পর্বত।

ভয় হচ্ছে অনেকটা চাবুকের মত, যখন কেউ কোন পশুকে চাবুক দিয়ে অতিরিক্ত আঘাত করে, তখন সে মারা যেতে পারে। যেমন একজনের অবশ্যই আশার "গান" গেয়ে সেটাকে অনুপ্রাণিত করা উচিত, এটা তাকে তার প্রচেষ্টার প্রাণশক্তি পুনরায় ফিরিয়ে আনতে প্রবলভাবে অনুপ্রণিত করবে যতক্ষন না সে তার গন্তব্যে পৌছায়। আবু ইয়াযিদ বলেন, 'আমি বিরামহীন আমার আত্মাকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করেছি, সব পথেই সে ছিলো অবনত, এরপর আমি তাকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলাম যতক্ষন না এটা হেসে উঠে।'[৯০] বলা হয়,

যখন এটা ভ্রমণের বোঝা নিয়ে অভিযোগ করে,

সে শপথ করে ,

আগমনের উদ্বেগ লাঘব করতে যেন তার প্রচেষ্টা পুনরুদ্ধার করতে পারে।

---

[৯০]ইবনে মুলাককিন, *তাবাকাত আল-আওলিয়া,* পৃষ্ঠা ২৭৮ #১১৭।

৫. ১ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে চলা

খুলায়েদ আল-আসারি বলেন, 'সব প্রেমিক তার প্রিয় মানুষের সাথে দেখা করতে চায়, তাই তোমার প্রতিপালককে ভালোবাসো এবং সুন্দর ভ্রমণের মধ্য দিয়ে তাঁর পথে চলোঃ না দুঃসাধ্য না ঢিলেঢালা। এই যাত্রা মুমিনকে তার রবের কাছে নিয়ে যাবে এবং যে তার রবের পথ সম্পর্কে জানে না সে তা অতিক্রম করতে পারবে না এবং এই ধরনের মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।'[৯১]

যুল-নুন বলেন, 'তারাই পথভ্রষ্ট, যারা তাদের রবের পথ চিনে না এবং তারা তা চিনতে চেষ্টা করে না।'[৯২]

---

[৯১]আবু নুয়াইম, ভলিয়ুম ২, পৃষ্ঠা ২৩২।
[৯২]ইবিড, ভলিয়ুম ৯, পৃষ্ঠা ৩৭২।

আল্লাহর দিকে অতিক্রান্ত পথ হলো তাঁর সরল পথ যে পথে তিঁনি তাঁর রাসুলকে (সঃ) প্রেরণ করেছেন এবং যার জন্য তিঁনি তাঁর বই নাজিল করেছেন।[৯৩] এটাই হলো সেই পথ যে পথে তিঁনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকুলকে চলতে বলেছেন। ইবনে মা'সুদ বলেন, 'সরলপথঃ মুহাম্মদ (সঃ) এর এক প্রান্ত রেখে গেছেন আমাদের কাছে আর অপর প্রান্ত রয়েছে জান্নাতে। পথটি দুইটি শাখায় বিন্যস্ত, ডান এবং বাম, যেখানে মানুষ দাঁড়িয়ে অন্য পথচারীদের আহবান করছে। যে কেউ তাদের পথ অনুসরন করবে আগুনে যাবে কিন্তু যে সরল পথে থাকবে সে জান্নাতে যাবে।'

তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন,

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

---

[৯৩]তিরমীযি #৭৬ নাওয়াস ইবনে সামান হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "আল্লাহর দৃষ্টান্ত হিসাবে নিম্নোক্ত সাদৃশ্য দেখিয়েছেনঃ একটি পথ রয়েছে যা সোজা গন্তব্যে পৌছে দেয়। এই পথের দুই পাশেই দেয়াল রয়েছে যেখানে পর্দা টাঙ্গানো খোলা দরজা আছে। পথের দূরবর্তী প্রান্ত থেকে একটি কন্ঠ ডাকে, 'সরল পথে এগিয়ে যাও, মুখ ফিরিয়ে নিও না।' যখন কেউ দরজার পর্দা তুলতে মনস্থ করে তখন উপর থেকে অন্য আরেকটি কন্ঠ বলেন, 'সাবধান! পর্দা তুলো না; অন্যথায় তুমি অভ্যন্তরের প্রতি প্রলুব্ধ হবে।' নবী (সঃ) দৃষ্টান্তটিকে ব্যাখ্যা করেন এইভাবে যে সরল পথ হল ইসলাম, দেয়াল হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমা, খোলা দরজাগুলো হল সেইসব জিনিস যা তিঁনি নিষেধ করেছেন, দূরবর্তী প্রান্ত থেকে যে কন্ঠ ডাকবে তা হল কুরআন, আর উপর থেকে যে কন্ঠ কথা বলে সে হল মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহর ছায়া।"
তিরমীযিতে একে হাসান গরিব বলা হয়েছে এবং যাহাবির সহমতে হাকিম #২৪৫ ও আলবানি, *সহীহ আল-জামি*, #৩৮৮৭ একে সহীহ বলেছেন।

‘এবং এই পথই আমার সরলপথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরন করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরন করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এইভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সাবধান হও।’ [সুরা আন’আমঃ ১৫৩]

ইবনে জারির ও অন্যান্যরা এটা উল্লেখ করেন।[৯৪] অতএব আল্লাহর দিকে একটা পথ, সরলপথ, অন্য সব পথ হল শয়তানের পথ, যে কেউ এসব পথে চলবে সে আল্লাহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং শেষে এর ফলাফল হবে তাঁর অসন্তুষ্টি, ক্রোধ ও শাস্তি।[৯৫]

---

[৯৪]তাবারানি #১৪১৭৫।

[৯৫]ইবনে আল-কাইয়ুম বলেন, ‘আমরা সরল পথের অর্থ ব্যাখ্যা করবো সংক্ষিপ্ত আকারে কারন মানুষ বিভিন্ন ভাবে এর ব্যাখ্যা করেছে একটি অপরিহার্য বিষয়কে কেন্দ্র করে। সরল পথ হল আল্লাহর পথ যা তিঁনি রেখেছেন মানবজাতিকে তাঁর দিকে ধাবিত করার জন্য; এটা ছাড়া তাঁর দিকে আর কোন পথ নেই যা তিঁনি তাঁর রাসুলের উপর নাজিল করেছেন। এটা শুধুমাত্র এককভাবে তাঁরই ইবাদাতের জন্য এবং এককভাবে শুধুমাত্র তাঁর রাসুলকে মান্য করার জন্য। সুতরাং তাঁর ইবাদাতের ক্ষেত্রে কারো *শিরক* করা উচিত নয় যেমনটা তাঁর রাসুলকে (সঃ) অনুসরনের ক্ষেত্রে *শিরক* করা উচিত নয়। একজনের উচিত তার *তাওহীদ*কে বিশুদ্ধ করা; রাসুলকে (সঃ) অনুসরনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হতে হবে এবং এটাই পরিপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান যে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।’ সরল পথের সমস্ত ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা এই দুইটি মুলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আপনাকে অবশ্যই পুরো হৃদয় দিয়ে তাঁকে ভালোবাস্তে হবে, আপনাকে অবশ্যই আপনার সর্বোচ্চ সামর্থ দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবে; তাঁর জন্য প্রচুর ভালোবাসা ছাড়া আপনার হৃদয়ে কোন জায়গা থাকা উচিত না এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আপনার আর কোন বাসনা থাকা উচিত নয়। বাস্তবে রূপ দেওয়ার মাধ্যমেই এর প্রথম অংশ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, ‘আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেউ নেই’ বাস্তব রূপ দিয়েই দ্বিতীয় অংশ বুঝতে হবে, ‘মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল।’ এটাই হল হিদায়াত এবং সত্য ধর্ম, সত্যকে জানা এবং তার উপর আমল করা, তিঁনি তাঁর রাসুলের কাছে কি নাজিল করেছেন তা পর্যায়ক্রমে জানা এবং তার দ্বারা জীবনযাপন করা। সমস্ত ব্যাখ্যা এই অপরিহার্য ধারনাকে পরিভ্রমন করে

তৈরি করা। সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, ‘কুরআন এবং সুন্নাহর উপর দৃঢ় থাকো কারন আমি ভয় পাই যে এমন সময় আসবে যখন নবী (সঃ) এবং উল্লেখিত সকল ক্ষেত্রে তাকে অনুসরন করার গুরুত্ব,যিনি এসব বলেছেন তাকে মানুষ তিরস্কার করবে, অন্যান্যদের তার থেকে দূরে পালানোর কারন হবে, নিজেদেরকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, তাকে অপমান ও অপদস্থ করবে।’’ আব্দুল- রাহমান আলি আল শেইখ, *ফাতহ আল-মাজিদ শারহ কিতাব আল-তাওহীদ*, পৃষ্ঠা ২৪।

৫. ২ আমলের সমাপ্তি দ্বারা আমল নির্ধারন

এমন হতে পারে একজন তার জীবনের শুরুতে সরল পথে চলল, তারপর তা থেকে সরে গেলো এবং শয়তানের কোন একটা পথে ভ্রমণ করলো, অতঃপর সে আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ধ্বংস হয়ে যায়। "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতের অধিবাসীদের আমল করবে যে পর্যন্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে দূরত্ব হবে এক থেকে চার হাত পরিমাণ এবং তারপর সে জাহান্নামের অধিবাসিদের আমল করবে ও তাতে প্রবেশ করবে।"[৯৬]

বিপরীতক্রমে এমন হতে পারে যে একজন তার জীবনের শুরুতে শয়তানের পরিচালিত কোন পথে চলল এবং তারপর তার জীবনে সৌভাগ্য আসলো এবং সরল পথে চলল এবং আল্লাহর কাছে পৌছে গেলো। এটা অপরিহার্য যে একজন ব্যক্তি তার যাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সরল পথে ভ্রমণ করবে,

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

'এটা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।' [সুরা জুমু'আঃ ৪]

---

[৯৬]বুখারি #৩৩৩২-৬৫৯৪ এবং মুসলিম #২৬৪৩-৬৭২৩ ইবনে মাসুদ হতে বর্ণিত।

وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

'আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।' [সুরা ইউনুসঃ ২৫]

অনেকেই আছে যারা যাত্রার কিছু অংশ ভ্রমণের পর পিছু হটে যান এবং যাত্রা পরিত্যাগ করে। পরম দয়াশীলের দুই আঙ্গুলের ফাঁকে থাকে ক্বল্ব,[৯৭]

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء

'যারা শাশ্বত বাণিতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন...' [সুরা ইব্রাহিমঃ ২৭]

হে আমার প্রিয়! মরুপথে দ্বিধাগ্রস্থরা সংখ্যায় অনেক,
কিন্তু গন্তব্য পৌছে খুবই কমসংখ্যক।

৫. ৩ আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব

হাদিসে কুদসীতে উল্লেখ আছে, "যেকেউ আমার দিকে হাত-বিঘত দৈর্ঘ্য এগিয়ে আসে আমি তার দিকে একহাত এগিয়ে যাই। যেকেউ আমার দিকে একহাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে চারহাত এগিয়ে যাই।

[৯৭]মুসলিম #২৬৫৪-৬৭৫০ এবং তিরমীযি #২১৪০।

যেকেউ আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌঁড়ে যাই।”[৯৮] আহমাদের ব্যাখ্যায় আরো যোগ করা হয়েছে, “এবং আল্লাহ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং মহৎ; আল্লাহর অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং মহৎ।”[৯৯] আহমাদের অন্য হাদিসে আছে, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, “হে আদম সন্তান! আমার সামনে দাঁড়াও এবং আমি তোমার দিকে হেঁটে আসবো। আমার দিকে হেঁটে আসো এবং আমি তোমার দিকে দৌঁড়ে যাবো।”[১০০]

যে আঁমাদের (আল্লাহ) দিকে ফিরবে,
দূর হতে তাকে আঁম্রা স্বেচ্ছায় বরন করবো
আঁমাদের চাওয়া যার কামনা,
তার চাওয়া আঁমাদের কামনা
যে আঁমাদের কাছে চায়
আঁম্রা তাকে আরো এবং আরো দিবো
যে কেউ আঁমাদের সাহায্য প্রার্থনা করবে,
আঁম্রা তার জন্য লোহা নরম করে দিবো।

---

[৯৮]বুখারি #৭৪০৫ এবং মুসলিম #২৬৮৭-৬৮৩৩-২৭৪৩-৬৯৫২ আবু হুরায়রাহ হতে বর্ণিত।

[৯৯]আহমাদ #২১৩৭৪ আবু যার হতে বর্ণিত। হায়সামি, ভলিয়ুম ১০, পৃষ্ঠা ১৯৭ এর ইসনাদকে হাসান বলেছেন।

[১০০]আহমাদ #১৫৯২৫ একজন সাহাবা হতে বর্ণিত। হায়সামি, ভলিয়ুম ১০, পৃষ্ঠা ১৯৭ ইসনাদের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত এবং সঠিক। মুনযিরি, তারঘিব #৪৭৭১ এবং আলবানি #৩১৫৩ এর ইসনাদকে সহিহ বলেছেন।

হে মানবসন্তান! আপনি গভর্নরের দরজায় গেলে, সে আপনাকে সাদরে গ্রহন অথবা কোন মনোযোগ প্রদর্শন করতো না, হয়ত সে আপনাকে তার কাছে যাওয়া থেকে বাধা প্রদান করতো। কিন্তু রাজাররাজা বলছে, “যেকেউ আমার দিকে হেঁটে আসবে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাবো,” তথাপি তুমি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং অন্যের পিছনে ছুটো! আপনি আদব-কায়দার দিক থেকে নিকৃষ্টতম ভাবে ধোকা পেতে পারেন এবং কঠিন পথগুলোতে আপনি হারিয়ে যেতে পারেন!

আল্লাহর শপথ, আমি আঁপনার সাথে কখনো দেখা করতে আসি না
তখন ছাড়া যখন এই দুনিয়া আমার জন্য ছোট হয়ে আসে,
এবং কখনই আঁপ্নার দরজা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেই নাই,
নিজের কাছে হোঁচট খাওয়া ছাড়া!

আপনাদের মধ্যে যারা তাঁর সাক্ষাত কামনা করেন, পথকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাহলে কেন বিলম্ব করা আর পিছনে পড়ে থাকা? পথকে তোমার সামনে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সত্যই, যার তোঁমাকে পাওয়ার বাসনা নেই তাকে খুজতে হবে!

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَـمًّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

'... আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিঁনি তোমাদেরকে আহবান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দিবার জন্য...' [সুরা ইব্রাহিমঃ ১০]

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও...' [সুরা আহক্বাফঃ ৩১]

ও হতভাগা আত্মা!
হিদায়াহ এসেছে তোমার দিকে,
সাড়া দাও! এই হল আল্লাহর আহবানকারী
ডাকছে তোমায়।
বহুবার তোমায় ডাকা হয়েছে হিদায়াতের পথে
তথাপি তুমি চলেছ মুখ ফিরিয়ে
কিন্তু তুমি জানতে চেয়েছ তুমি কি বিপথগামী পথনির্দেশক
যখন সে তোমায় ডেকেছে!

৫. ৪ আল্লাহর কাছে পৌছানোর রাস্তা সমূহ

আল্লাহর কাছে দুই ভাবে পৌছানো সম্ভব, একটা ঘটে দুনিয়াতে এবং আরেকটা ঘটে আখিরাতে। দুনিয়াতে তাঁর কাছে পৌছানোর অর্থ হল অন্তরে

তাঁর জ্ঞানার্জন করা এবং যখন এমনটা হয়ে যায়, তা (অন্তর) তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর কাছ থেকে স্বান্তনা নেয়, তাঁর সাথে ঘনিষ্টতা অনুভব করে, এবং তাঁর কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ তার দুআর ফল পেয়ে যায়। একটি বর্ণনায় আছে, "হে আদম সন্তান, আঁমাকে খুঁজো, তাহলে আঁমাকে তুমি পাবে। যখন সে আঁমাকে খুজে পাবে সে সবকিছু খুজে পাবে, আর যদি সে আমাকে খুজে না পায় তাহলে সে সবকিছু হারাবে।"

তুমি আঁমাদের খুজলেই পেয়ে যাবে।
বড় হৃদয়টি আঁমাদেরকে ধারন করার জন্য যথেষ্টঃ
ধৈর্য্যশীল ও পরিতৃপ্ত
আঁমাদের থেকে এই সবকিছুই তারা পাবে।

যুল-নুন প্রায়শই রাতে বাইরে গিয়ে আকাশ দেখতেন এবং আকাশ দেখে সকাল পর্যন্ত নিচের কবিতার লাইন গুলোই আওড়াতেন,

খুজে ফেরো নিজেকে
আমারই মত খুজে পাবে তুমি।
আমি যেখানে পেয়েছি খুজে প্রশান্তি
তাঁর ভালোবাসা নিয়ে নেই তাঁর কোন দ্বিধাঃ
দূরে সরলে আমি কাছে টেনে নেন তিঁনি
আর কাছে সরলে আমি, তিঁনি হন আরো কাছাকাছি।[১০১]

---

[১০১]আবু নুয়াইম, ভলিয়ুম ৯, পৃষ্ঠা ৩৫৭ #১৪১১২।

আখিরাতে তাঁর কাছে পৌছানোর অর্থ হল জান্নাতে প্রবেশ করাঃ আল্লাহর অনুগ্রহের আবাসস্থল। কিন্তু জান্নাতের অনেক গুলো স্তর রয়েছে এবং এর অধিবাসীদের আল্লাহর সাথে ঘনিষ্টতার মর্যাদা নির্ধারিত হবে এই দুনিয়াতে তাঁর জ্ঞানকে বাস্তবায়নের স্তরের উপর, তাদের ঘনিষ্টতা এবং তাদের সাক্ষ্যপ্রদানের উপর,

كُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ.

‘এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিনটি শ্রেণীতে। ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডানদিকের দল! এবং বামদিকের দল; কত হতভাগ্য বামদিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত-’ [সুরা ওয়াকিয়াহঃ ৭-১১]

শিবলি যখন তার নিজ গৃহে বিক্ষোভ করছিলেন, তখন তিনি নিচের এই শ্লোক আওড়েছিলেন,

কেউ ধৈর্য্যশীল হতে পারবে না যতক্ষন তুঁমি থাকবে বহুদূরে
সে পরিচিত হবে যখন ঘনিষ্টতা হবে।
তোঁমা হতে কেউ অবগুন্ঠিত হবে না
যখন সে তোঁমার প্রেমে মজে যাবে।
যদিওবা তার নয়ন তোঁমায় দেখেনি
হৃদয় তোঁমায় আকড়ে ধরবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলাম, ঈমান, ইহসান

এই দুনিয়াতে, সরল পথ তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত হয়েছেঃ ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান। যে কেউ আমৃত্যু ইসলামের উপর বহাল থাকবে, অনন্তকাল আগুনে দহন থেকে সে মুক্তি পাবে এবং সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিওবা, সে পূর্বে, আগুনে শাস্তি ভোগ করবে। যেকেউ আমৃত্যু ঈমানের উপর বহাল থাকবে, তাকে আগুন থেকে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত করা হবে, কারন ঈমানের আলো প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাকে এমন এক ব্যাপ্তিতে দমন করে যে বলা হয়, 'হে মুমিনগণ, আপন পথে চল! তোমার আলো আমার অগ্নিশিখাকে দমন করেছে!'[১০২]

আহমাদে উল্লেখ আছে জাবির হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "এমন কোন সতকর্মশীল ব্যক্তি বা গুনাহগার নেই যে ছাড়া এতে প্রবেশ করবে। এটা হবে শান্তির উৎস এবং মুমিনদের জন্য শান্তি যেমনটা ইব্রাহীমের ক্ষেত্রে হয়েছিলো এমন এক পর্যায়ে যে আগুন নিজেই তার বিরুদ্ধাচারনে শোরগোল করে উত্তোলিত হয়েছিলো।"[১০৩] আল্লাহ প্রেমিকরা উত্তরাধিকার সূত্রে এটা পেয়েছে ইব্রাহিমের (আঃ) এর কাছ থেকে।

---

[১০২]তাবারানি, আল-কাবির #৬৬৮।

হায়সামি, ভলিয়ুম ১০, পৃষ্ঠা ৩৬০, উল্লেখ করেন এর ইসনাদ দুর্বল বর্ণনাকারী বহন করে এবং সুয়ুতি #৩৩৫৪ এ একে দইফ বলেন এবং আলবানি *দইফ আল-জামি* #২৪৭৪।

[১০৩]আহমাদ #১৪৫২০।

বায়হাকি #৩৭০ বলেন এর ইসনাদ হাসান। যাহাবি সহমতে হাকিম #৮৭৪৪ একে সহীহ বলেন। হায়সামি, ভলিয়ুম ৭, পৃষ্ঠা ৭৫, বলেন আহমাদের বর্ণনাকারী বিশ্বাসযোগ্য এবং সঠিক। যাই হোক, আলবানি, *দা'ইফ*

প্রেমিকের আগুন হলো ভালোবাসার অগ্নিশিখা
দোযখের প্রচন্ড উত্তাপ হল সবচেয়ে শীতল অংশ।

যে কেউ আমৃত্যু ইহসানের স্তরে থাকবে সে আল্লাহর কাছে পৌছাবে,

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

‘যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো অধিক। ...’ [সুরা ইউনুসঃ ২৬]

একটি সহীহ হাদিসে উল্লেখ আছে, “যখন জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, ‘হে জান্নাতের অধিবাসী, আল্লাহ আপনাদের একটি পদোন্নতি করেছেন যা তিঁনি পূর্ণ করতে চান।’ তারা বলবে, ‘সেটা কি? তিঁনি কি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেন নাই? তিঁনি কি আমাদের জীবিকা বৃদ্ধি করেন নাই? তিঁনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশের সম্মতি দান করেন নাই এবং আগুন হতে রক্ষা করেন নাই?’ কাজেই তিঁনি পর্দা সরিয়ে দিবেন এবং তারা তাঁর দিকে তাকাবে, ওয়াল্লাহি, এর থেকে প্রিয় আর কোন কিছুই তিঁনি তাদের দিতে পারেন না, এবং এর থেকে আর কোন

আল-তারঘিব #২১১০ এবং আরনাউত, *তাহকিক মুসনাদ* উভয়ে দেখানো হয় যে এর ইসনাদ দইফ একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী থাকার কারনে।

কিছুই তাদের দৃষ্টিকে এত সন্তুষ্ট করতে পারবে না! এই হলো সংযোজন।"তারপর তিনি উপরের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।[১০৪]

জান্নাতের সকল অধিবাসীদৃশ্য দেখতে পাবে কিন্তু তাঁকে দেখার ক্ষেত্রে নিকটবর্তীতা এবং দেখার সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য থাকবে। প্রবৃদ্ধির দিন জান্নাতের সব মানুষ তাঁকে দেখতে পাবে যা হবে জুমুয়া বার[১০৫] এবং তাদের মধ্যে অভিজাত যারা তারা দিনে দুইবার আল্লাহর মুখ দর্শন করতে পারবে, একবার সকালে ও একবার সন্ধ্যায়। জান্নাতে জনসাধারনের জন্য দিনে দুইবার সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সকালে এবং সন্ধ্যায়, যেহেতু অভিজাতরা সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে পান। জ্ঞানবাদীকে না প্রাসাদ প্রিয় আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দিতে পারে, না নদীর পানি তার তৃষ্ণা মিটাতে পারে।

---

[১০৪]মুসলিম #১৮১-৪৪৯ এবং ইবনে মাজাহ #১৮৭।

[১০৫]তাবারানি, আল-আওসাত #২০৮৪ আনাস হতে বর্ণিত।

হায়সামি, ভলিয়ুম ২, পৃষ্ঠা ১৬৪, বলেন এর ইসনাদে বিশ্বস্ত ও যথাযথ বর্ণনাকারী রয়েছে।

তাদের মধ্যে একজন প্রায়ই বলেতেন, “যখন আমি ক্ষুধার্ত হই, তাঁর যিকির আমার খাদ্য, এবং যখন আমি তৃষ্ণার্ত হই, তাঁকে দেখা হল আমার ইচ্ছা ও পরিতৃপ্তি।”[১০৬]

একজন সৎকর্মশীলকে স্বপ্নে দেখা যায় এবং তাকে দুইজন আলেমের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন, ‘এই সময়ে আমি তাদেরকে আল্লাহর কাছে রেখে এসেছি খাওয়া-দাওয়া, পানীয় ও সুখ উপভোগের জন্য।’ তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ‘আপনি?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘তিঁনি জানেন খাদ্যের প্রতি আমার অনীহা আছে তাই পরিবর্তে আমাকে তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি দিয়েছেন।’

যখন আমি পান করতে চাই, তুঁমি আমার আকন্ঠ তৃপ্তি,
আর যখন আমি খাবার চাই, তুঁমি আমার তুষ্টিকর খাবার।

---

[১০৬]ইবনে আবুল-ইযয, *শারহ আল-আকিদাহ আল-তাহাউইয়াহ,* পৃষ্ঠা ২১৩, বলেন, ‘উম্মাহ এই বিষয়ে একমত যে এই দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা যাবেনা। নির্দিষ্টভাবে নবী (সঃ) ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এই বিষয় নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই।’

নাওয়াউইহ, *শারহ মুসলিম,* ভলিয়ুম ২, পৃষ্ঠা ১০৫, বলেন, ‘আল্লাহ তা’আলাকে দেখার ব্যাপারে পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে এটা একটি সম্ভাবনা, যেকোন উপায়ে সালাফদের অধিকাংশ ও তাদের পরবর্তী বংশধররা, মুতাকাল্লিমিন ও অন্যান্য উভয়ের মথ হল যে এটি এই দুনিয়াতে ঘটবে না।’

কিলাবাধি, *আল তায়াররুফ লি মাযহাব আল-তাসাওউফ,* পৃষ্ঠা ৪৩, বলেন, ‘তারা সবাই একমত হয়েছেন যে এই দুনিয়াতে তাঁকে দেখা যাবে না, চোখ দিয়েও না হৃদয় দিয়েও না, নিশ্চয়তার দৃষ্টিকোন ছাড়া। কারন মহান অনুগ্রহ থেকে এটা ঘটা সম্ভব এবং যেমন সর্বোত্তম জায়গাতে এটি সংঘটিত হওয়া মানানসই। যদি তাদের জন্য এই দর্শন অনুমোদন করা হয়, তা হত এই দুনিয়ার জন্য সর্বোত্তম অনুগ্রহ, জান্নাত ও এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতো না।’

সম্ভবত এই কথাগুলো লেখকের বক্তব্যকে পরিষ্কার করবে, আল্লাহর তার উপর দয়া করুন।

আহমাদে উল্লেখিত হাদিসে আছে ইবনে উমার থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, “জান্নাতের নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন অধিবাসীর তার রাজত্বের কাছের সীমা থেকে দূরের সীমা দেখতে সময় লাগবে দুই হাজার বছর, এবং সে তার স্ত্রীগণ ও খাদেমদের দেখতে পাবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা’আলার মুখদর্শন করবে দিনে দুই বার।”[১০৭] তিরমীযিতে এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, “জান্নাতে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি তার বাগান, স্ত্রীগণ, আল্লাহর অনুগ্রহ, দাস-দাসী এবং গদিযুক্ত আসন দেখতে পাবে এক হাজার বছর যাত্রা করে। তাদের মধ্যে যারা উত্তম তারা সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহর মুখদর্শন করবে।”[১০৮] এরপর রাসুলুল্লাহ তিলাওয়াত করেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

‘সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।’ [সুরা কিয়ামাহঃ ২২-২৩]

---

[১০৭]আহমাদ #৫৩১৭।

হায়সামি, ভলিয়ুম ১০, পৃষ্ঠা ৪০১, বলেন এতে একজন দইফ বর্ণনাকারী রয়েছে এবং আলবানি, *দা'ইফ আল-জামি*, #১৩৮১ একে দইফ বলেন।

[১০৮]তিরমীযি #২৫৫৩-৩৩৩০ এবং তিনি একে গরীব বলেছেন।

আলবানি একে দইফ বলেছেন, দাইফ আল-জামি, #১৩৮২।

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালি হতে বর্ণিত সহীহ হাদিসে এই কারনেই রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, “বিচারদিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে যেমন তোমরা আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখো, তোমাদের তাঁকে দেখতে কষ্ট হবে না।”এরপর তিনি বলেন, “তাই যদি তোমরা এমন কোন পর্যায়ে পরাভূত না হও যে সালাত আদায় করতে পারছোনা, সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগে সালাত আদায় কর।” অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

‘... তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে।’[১০৯] [সুরা ক্বাফঃ ৩৯]

---

[১০৯]বুখারি #৫৭৩ এবং মুসলিম #৬৩৩-১৪৩৪।

“তাঁকে দেখে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।” এই হাদিসের দুইটি ব্যাখ্যা আছে, অন্যতম অর্থ হলো ‘তোমাদেরকে তাঁর খুব কাছে খুব ভিড় করে নিয়ে যাওয়া হবে না যে তাঁকে দেখতে তোমাদের কষ্ট হবে।’ এবং আরেকটি অর্থ হল, ‘তোমাদের সাথে এমন কোন অন্যায় করা হবে না যে যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে তখন তোমাদের কেউ তাঁকে দেখবে আর কেউ তাঁকে দেখবে না।’- ইবনে আল-কাসির, *আল-নিহায়াহ,* ভলিয়ুম ৩, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩।

৬.১ সকাল এবং সন্ধ্যার সময়

জান্নাতে অভিজাতদের জন্য এই দুইটি সময় সংরক্ষিত আছে আল্লাহর সাথে সশ্রদ্ধ সাক্ষাতের জন্য, এবং এই দুনিয়াতে তিনি (সঃ) এই দুই সময়ের সালাত সংরক্ষনের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। অতএব যে কেউ দুনিয়াতে এই দুই সালাত সবচেয়ে উত্তম পন্থায়, আত্মসমর্পিত অবস্থায়, হৃদয়ের উপস্থিতিতে, এবং সকল আহকামগুলো পালনের মাধ্যমে আদায় করবে, আশা করা যায় যে সে তাদের মধ্যে একজন হবে যে জান্নাতে এই দুই সময়ে আল্লাহকে দেখবে। এরচেয়ে বেশি ভালো হয় যদি কেউ এই সময়ে আল্লাহর যিকিরকে এবং অন্যান্য ইবাদতকে আকঁড়ে ধরে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে। বান্দা যদি এর সাথে রাতের শেষভাগের যাত্রা যোগ করেন, তাহলে সে তিনটি সময়েই যাত্রা করলোঃ রাতের শেষভাগ, সকাল এবং সন্ধ্যা, এবং যদি সে সত্যবাদী হয়, অবশ্যই এর দ্বারা অনুসৃত হবে মহান লক্ষ্যের জন্য কার্য সম্পাদন,

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

‘যোগ্য আসনে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।’ [সুরা ক্বামারঃ ৫৫]

যে কেউ দৃড়তা ও সততার সাথে তার যাত্রায় অনুগত থাকে তার জন্য সুসংবাদ রয়েছে,

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَـذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ

'... এবং মুমিন্দেরকে সুসংবাদ দাও, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা!...' [সুরা ইউনুসঃ ২]

একজন প্রেমিক সব সময় তার প্রিয়জনের কথা জিজ্ঞাসা করে, তার সাথে সংশ্লিষ্ট খবরের অনুসন্ধান করে, যেকোন ছোট তথ্য টেনে বের করে নিয়ে আসে, এবং ভ্রমণের জন্য সেই গতিপথ অনুসরন করে যে পথ তাকে তাঁর কাছে নিয়ে যায়।

হে অন্বেষী! কেউ কি আছে যে জওয়াব দিতে পারে?
একসাথে আমাদের কাটানো সময়ের মত পরম সুখ আর কিছুতেই নেই!
তার পরিবারের টাঙানো তাঁবুর সন্ধান কেবল যদি আমি জানতাম।
আল্লাহর ভূমির কোথায় তারা পথ হারিয়ে রয়েছে,
বাতাসের মতই তার কাছে আমরা ছুটে জেতাম!
এই সুখসন্ধানে ছুটে যেতাম যদিওবা তা তারাকে অতিক্রম করে যেত!

নিশ্চয়ই সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা উত্তম যার লক্ষ্য হল আল্লাহ এবং নিশ্চয়ই তার আত্মা পবিত্র যার প্রিয় হচ্ছেন তিঁনি।

আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

‘যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না। ...’ [সুরা আন’আমঃ ৫২]

৬. ২ যারা দুনিয়া আকঁড়ে ধরে এবং যারা আখিরাত আকঁড়ে ধরে

একজন মানুষের যোগ্যতা বিচার করা হয় সে কি অন্বেষণ করে তার উপর ভিত্তি করে। এমন একজনকে কেউ বিচার করতে পারে না যে আল্লাহকে অন্বেষণ করে কেননা তা অপরিমেয়। যে দুনিয়া অন্বেষণ করে সে এত মূল্যহীন যে তাকে বিচার করা যায় না। শিবলি বলেন, ‘যেকেউ এই দুনিয়াকে আকঁড়ে ধরবে সে এর অগ্নিশিখা দ্বারা পুড়তে থাকবে যতক্ষন না সে ছাই হয়ে বাতাসে উড়ে যায়। যেকেউ আখিরাতকে আকঁড়ে ধরবে সে এর আলো দ্বারা এমনভাবে পুড়তে থাকবে যে সে গুণগতমানসম্পন্ন খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয় এবং এর দ্বারা উপকৃত হয়। যেকেউ আল্লাহকে আকঁড়ে ধরবে সে তাওহীদের আলো দ্বারা দাহ্য হবে এবং সে অমূল্য মণিতে পরিণত হবে।’

উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে তার, বৃহত্তমটি হল অনন্ত;
আর ক্ষুদ্রতমটি, সময় নিজেই তাকে খুঁজে পায় অস্পৃশ্য।

আল-শিবলিকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাত করার আগে এমন আর কিছু কি আছে যা কখনও প্রেমিকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে?’নিচের শ্লোক দিয়ে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,

ওয়াল্লাহি! যদি তুঁমি আমায় মুকুট পরিয়ে দিতে
ছসরএস এর মুকুট, পূর্বের রাজা,
আর সম্মুখে হাজির করতে সৃষ্টজীবের ধন-সম্পদ-
আজকের ও গতকালের ধন-সম্পদ
আমায় বলা হল ‘কিন্তু তোমার সাথে আঁমরা একবার দেখা করবনা।’-
হেপ্রভূ, তোঁমার সাথে সাক্ষাতেই আমার হৃষ্ট সম্মতি!

যেকারো মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে সে কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা’আলাকে খুঁজার মাঝেই সন্তুষ্টি খুঁজে পাবে।

ইতস্তত আমার প্রত্যেক যাত্রা
সকালে ও সন্ধ্যায়-
আর তোঁমার যিকিরও
-আমার জীবনের শ্বাস,
সতেজ মৃদু হাওয়া আর ভেঙ্গে ফেলে নিস্তব্ধতা।
তুঁমি আমার উচ্চাভিলাষ আমার সব,
আমার লক্ষ্য আমার সফলতা।
হে আমার আশ্রয় ও ত্রাণকর্তা,
আমায় সংশোধন করে হিদায়াতের পথে রাখো।

সপ্তম অধ্যায়

অপ্রত্যাশিত মুকাবিলা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

'... তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করে নাই।' [সুরা যুমারঃ ৪৭]

ভীত জ্ঞানীদের জন্য এই আয়াতটি প্রচন্ডভাবে প্রযোজ্য কেননা তা বর্ণনা করে যে যখন কিছু বান্দা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে তখন তারা এমন কিছু জিনিসের মুকাবিলা করবে যা তারা কোনদিন কল্পনা করেনি। উদাহরনস্বরূপ তার হাত কি গুনাহ করছে সে ব্যাপারে সে অসচেতন হতে পারে, হতে পারে এদিকে সে কোন মনযোগ দিচ্ছে না, তারপর যখন ঢাকনা তোলা হয় সে এই ভয়ঙ্কর বিষয় দেখতে পায়, এবং এমন জিনিসের মুকাবিলা করতে হয় যার জন্য সে কখনও প্রস্তুত ছিলো না। এই কারনেই উমার (রাঃ) বলেন, 'যদি আমি পুরো দুনিয়ার রাজত্ব পেতাম তাহলে অপ্রকাশ্য গুনাহের ভয়ঙ্কর আতঙ্ক থেকে মুক্তির জন্য খুশিমনে একে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতাম।'[১১০]

---

[১১০]আবু ইয়ালা #২৭৩১, এবং হায়সামি, ভলিয়ুম ৯, পৃষ্ঠা ৭৭ বলেন যে এর বর্ণনাকারী সহীহ এবং আবু নুয়াইম, ভলিয়ুম ১, পৃষ্ঠা ৫২।

একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, "মৃত্যুর আশা কর না কেননা অপ্রকাশ্য গুনাহের আতঙ্ক অনেক বেশি। একজন ব্যক্তির জন্য এটা পরম সুখ যে আল্লাহ তাকে দীর্ঘ জীবন দিয়েছেন এবং ধৈর্য্যের সাথে তাকে লালনপালন করেছেন।"[১১১] সালাফদের মধ্যে একজন বলেন, 'বিচার দিবসে একজনকে যে কত সংখ্যক দুঃখের সময় মুকাবিলা করতে হবে তা সে কোনদিন চিন্তাও করেনি।' এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

'তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন আঁমি তোমার সামনে থেকে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।' [সুরা ক্বাফঃ ২২]

৭. ১ এমন ধরনের আমল যা হবে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত

প্রথমঃপূর্বে উল্লেখিত বিষয়ের চেয়ে আরো সাধারন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং এর মধ্যে একটি হল আমল যা থেকে সে ভালো কিছু আশা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধূলিকণাতে পরিণত হয় এবং সব অসৎ আমলে পরিবর্তিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

---

[১১১]আহমাদ #১৪৫৬৪ জাবির হতে বর্ণিত।

হায়সামি, ভলিউম ১০, পৃষ্ঠা ২০৪, এবং মুনযিরি #৫০৯৮ বলেন এর ইসনাদ হাসান।

‘যারা কুফরী করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে তার নিকট উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছু নয় এবং সে পাবে সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর তিঁনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহনে তৎপর।’ [সুরা নূরঃ ৩৯]

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا

‘আঁমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।’ [সুরা ফুরকানঃ ২৩]

এই আয়াত সম্পর্কে ফুদায়েল বলেন, **“তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করে নাই,”** ‘তারা আমল করেছে এই ভেবে যে এগুলো ভালো কাজ হবে কিন্তু বাস্তবে সেগুলো ছিলো খারাপ কাজ।’

দ্বিতীয়ঃ উপরেরটার কাছাকাছি; বান্দা কোন গুনাহর কাজ করে যার দিকে সে কোন মনযোগ দেয় না, ভাবে যে তুচ্ছ, এবং এই গুনাহই তার সর্বনাশের কারন হবে যেমনটা আল্লাহ বলেন,

ِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ

‘... তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহর নিকট এটি ছিল গুরুতর বিষয়।’ [সুরা নূরঃ ১৫]

একজন সাহাবা বলেন, ‘তুমি একটি কাজ করছো, তোমার চোখে সেটা একটি চুলের থেকেও তুচ্ছ, পক্ষান্তরে রাসুলুল্লাহর (সঃ) সময় একে ধ্বংসাত্মক গুনাহ বিবেচনা করতাম!’[১১২]

তৃতীয়ঃ পূর্বাবস্থার চেয়ে বেশি খারাপ; একজন যার কাছে তার নিজের অসৎ আচরণ গুলোকে সন্তোষজনক মনে হয়, আল্লাহ তা’আলা বলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

‘বল, ‘আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিবো কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থদের?’ এরাই তারা, ‘পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে ,তারা সতকর্মই করছে,’’ [সুরা কাহ্‌ফঃ ১০৩-১০৪]

ইবনে উয়ায়নাহ বলেন, ‘মুহাম্মদ ইবনে আল-মুনকাদির মৃত্যুর সময় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং তাই লোকজন আবু হাযিমকে ডেকে পাঠালেন এবং তিনি আসলেন। ইবনে আল-মুনকাদির তাকে বলেন,“আল্লাহ বলেন, **‘তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করে নাই।’** এবং আমি ভয় পাই যে সবকিছু আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আমাকে এমন কিছুর সম্মুখিন হতে হবে যা আমি কখনও আশা করি নাই।”তারপর তারা দুইজনই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।’ ইবনে আবু হাতিম এটা বর্ণনা করেন এবং ইবনে আবু আল-

---

[১১২]বুখারি #৬৪৯২ আনাস হতে বর্ণিত।

দুনিয়া তার বর্ণনায় যোগ করেন, 'তাই তার পরিবার বলল, "আমরা আপনাকে ডাকলাম এই জন্য যেন আপনি তাকে স্বান্তনা দিতে পারেন কিন্তু আপনি তার উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে দিলেন!" তখন তাদেরকে বললেন যে তিনি কি বলেছেন।'[১১৩]

ফুদায়েল ইবনে ইয়াদ বলেন, 'আমাকে জানানো হয় যে সুলায়মান আল-তায়মিকে বলা হয়েছে, "আপনি! কে আছে আপনার মত!" তিনি বলেন, "চুপ! এই কথা বল না! আমি জানি না আল্লাহর কাছ থেকে আমার সামনে কি দৃশ্যমান হবে, আমি জানি আল্লাহ বলেন, **'তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করে নাই।**'"'[১১৪]

চতুর্থঃ সুফিয়ান আল-সাওরি এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, 'দুঃখ হয় লোকদেখানো মানুষগুলোর জন্য।'[১১৫]এটা দেখা যায় সেই হাদিসে যেখানে বলা হয়েছে তিন ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম আগুনে নিক্ষপ করা হবেঃ আলেম, সাদাকা দানকারী এবং মুজাহিদ।[১১৬]

---

[১১৩]ইবনে আল-জাওযি, ভলিয়ুম ২, পৃষ্ঠা ১৬৭ #১৮৫।

[১১৪]যাহাবি, *তাযকিরাতুল-হুফফাজ*, ভলিয়ুম ১, পৃষ্ঠা ১৫১।

[১১৫]কুরতুবি, ভলিয়ুম ১৫, পৃষ্ঠা ২৬৫।

[১১৬]মুসলিম #১৯০৫/৪৯২৩ আবু হুরায়রাহ হতে বর্ণিত। 'বিচারদিবসে প্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে, সে হবে একজন শহীদ। তাকে সামনে নিয়ে আসা হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি আল্লাহর নিয়ামাত বর্ণনা

করবেন এবং সে এগুলোর প্রাপ্তিস্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন, “তুমি সেগুলো দিয়ে কি করেছো?” সে উত্তর দিবে, “আমি আপনার জন্য শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছি।”আল্লাহ বলবেন, “তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি যুদ্ধ করছো এই কারনে যেন তোমাকে ‘সাহসী মুজাহিদ’ বলা হয় এবং তোমাকে তা ডাকা হয়েছে।” তারপর হুকুম করা হবে এবং তাকে মুখের উপর টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এবং একজন ব্যক্তি যে জ্ঞানার্জন করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন ও কুরআন তিলাওয়াত করেছেন।তাকে সামনে নিয়ে আসা হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি আল্লাহর নিয়ামাত বর্ণনা করবেন এবং সে এগুলোর প্রাপ্তিস্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, “তুমি সেগুলো দিয়ে কি করেছো?” সে বলবে, “আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং তা ছড়িয়ে দিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি।” আল্লাহ বলবেন, “তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি জ্ঞানার্জন করেছো এই কারনে যেন তোমাকে ‘আলেম’ বলা হয় এবং তুমি কুরআন তিলাওয়াত করেছো এই কারনে যেন বলা হয়ে ‘সে একজন ক্বারী’ এবং তা বলা হয়েছে।” তারপর হুকুম করা হবে এবং তাকে মুখের উপর টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এবং একজন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ অঢেল ধনী করেছিলেন এবং সব ধরনের সম্পদ দিয়েছিলেন। তাকে সামনে নিয়ে আসা হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি আল্লাহর নিয়ামাত বর্ণনা করবেন এবং সে এগুলোর প্রাপ্তিস্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, “তুমি সেগুলো দিয়ে কি করেছো?” সে বলবে, “আপনার ইচ্ছায় আপনার জন্য যতগুলো খাতে সম্পদ ব্যয় করা সম্ভব তার সবগুলো খাতে আমি সাদাকা করছি।”আল্লাহ বলবেন, “তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি এগুলো করেছো এই কারনে যে বলা হয় ‘সে অনেক দানশীল’ এবং তা বলা হয়েছে।”তারপর হুকুম করা হবে এবং তাকে মুখের উপর টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।’

পঞ্চমঃ একজন ব্যক্তি সতকর্ম করেছে কিন্তু পাশাপাশি অন্যদের উপর জুলুম করেছে এবং সে মনে করে যে তার কৃতকর্ম তাকে রক্ষা করবে, তাই সেখানে এমন কিছুর মুখোমুখি হতে হবে যা সে কোনদিন আশা করেনি। তার সব সতকর্ম তাদের মধ্যে ন্যায্যভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে যাদের উপর সে জুলুম করেছিলো, এরপর আরো কিছু জুলুম বাকি থাকবে পরিশোধের জন্য, এবং কাজেই তাদের গুনাহ তার উপর স্তূপাকার করা হবে এবং ফলে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।[১১৭]

ষষ্ঠঃ তার আমলনামা এমন পর্যায়ে তদন্ত করা হতে পারে যে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তার উপর যেসব নিয়ামত দেওয়া হয়েছিলো তার জন্য সে কতটা কৃতজ্ঞ ছিলো। তার আমল সর্বনিম্ন নিয়ামতের সাথে সমতা বিধান করবে এবং ওজনহীন বাকি নিয়ামতগুলো ওজনে তাদের থেকে অনেক বেশি হবে! এই কারনেই রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, “যার আমলনামা তদন্ত করা হবে সে শাস্তিভোগ করবে” অথবা “ধ্বংস হয়ে যাবে।”[১১৮]

সপ্তমঃ সে গুনাহ করতে পারে যা তার কিছু সতকর্মকে বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলকে, যা তাওহীদকে সংরক্ষন করে ধ্বংস করে দিতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সাওবান হতে বর্ণিত ইবনে মাজাহ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, “আমার উম্মাহর মধ্যে এমন লোক আছে যারা পাহাড়সম আমল নিয়ে আসবে এবং আল্লাহ

---

[১১৭]ফুট নোট #২৩ হাদিস দেখুন।

[১১৮]ফুট নোট #২৫-২৬ হাদিস দেখুন।

সেগুলোকে বিচার করবেন বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত।” এই হাদিসটি উল্লেখ করা যায়, “এরা হলো সেসব লোক যারা আপনার বর্ণের, (আপনার ভাষায় কথা বলে)[১১৯], তারা রাতের কিছু অংশ সালাতে ব্যয় করে যেমন আপনি করেন, কিন্তু তারা হচ্ছে সেসব লোক, যখন তারা একা থাকে তখন তারা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে।”[১২০]

সালিম, আবু হুযায়ফাহর মুক্ত করা দাস, হতে বর্ণিত ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ ও ইবনে আবু আল দুনিয়া উল্লেখ করেন যে রাসুলুল্লাহ বলেন, “বিচারদিবসে একদল লোক আনা হবে যাদের আমল হবে তিহামাহ পাহাড়ের সমান এবং আল্লাহ সেগুলোকে ধূলো হিসেবে বিবেচনা করবেন এবং এদেরকে সর্বপ্রথম আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।” সালিম বলেন, “আমি ভয় পাই, আমি তাদের মধ্যে একজন!” তিনি (সঃ) বলেন, “তারা সিয়াম পালন করতো, সালাহ আদায় করতো এবং রাতের কিছু অংশ ইবাদতে ব্যয় করতো, কিন্তু গোপনে, যখন নিষিদ্ধ কোনকিছু করার সুযোগ আসতো, তারা সেই সুযোগটা নিতো যেন আল্লাহ তাদের এই কর্ম বাতিল করে দিবে।” একজন ব্যক্তির কৃতকর্ম অকার্যকর হয়ে যেতে পারে তার অহংকার ও জাহির করার কারনে এবং এরা এখনও সচেতন নয়!

---

[১১৯]এই বাক্যটি ইবনে মাজাহর হাদিসে পাওয়া যায়নি।

[১২০]ইবনে মাজাহ #৪২৪৫। বুসায়রি বলেন, ‘এর ইসনাদ সহীহ’ এবং আলবানি, #২৩৪৬ এ একে সহীহ বলেছেন।

৭. ২ দুনিয়ার বিষণ্নতা এবং আখিরাতের দুর্দশা

দায়মান, একজন ধর্মপ্রাণ ইবাদাতকারী, বলেন, ‘আখিরাত যদি মুমিনের জন্য সুখ বয়ে না আনে তাহলে দুইটা বিষয় তার জন্য একত্রিত হয়ঃ দুনিয়ায় বিষণ্নতা এবং আখিরাতে দুর্দশা।’ তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘একজন ব্যক্তি যে দুনিয়াতে কঠোর সংগ্রাম করলো সে কেমন করে আখিরাতে সুখের মুখ না দেখে থাকে?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘স্বীকৃতি কি? নিরাপত্তা কি? কত সংখ্যক মানুষ যারা মনে করে যে তারা সতকর্ম করছে যদিও বিচারদিবসে সেগুলোকে একত্রিত করা হবে এবং তাদের মুখে ছুড়ে মারা হবে।’[১২১]

এটা এই কারনে যে আমির ইবনে আব্দুল ক্বায়স ও অন্যান্যরা এই আয়াতের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকতেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

‘... অবশ্যই আল্লাহর মুত্তাকীদের কুরবানি কবুল করেন।’ [সুরা মায়িদাহঃ ২৭]

---

[১২১]আবু নুয়াইম, ভলিয়ুম ৩, পৃষ্ঠা ৩৬০।

ইবনে আওন বলেন, ‘বিশাল নেক আমল নিয়ে নিরাপদ বোধ করো না কেননা তুমি জানো না সেগুলো গ্রহনযোগ্য হবে কি হবে না। তোমার গুনাহ নিয়েও নিরাপদ বোধ করো না কেননা তুমি জানো না সেগুলোর প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে কি হয়নি। কারন তোমার সকল আমল তোমার কাছে অদেখা এবং তোমার কোন ধারনা নেই আল্লাহ সেগুলো দিয়ে কি করবেন।’

নাখাই তার মৃত্যুর সময় কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, ‘আমি রসুলুল্লাহর (সঃ) অপেক্ষায় আছি এবং আমার কোন ধারনা নেই তিনি আমাকে জান্নাত নাকি জাহান্নামের সুসংবাদ দিবেন।’[১২২] অন্য আরেকজন মৃত্যুর সময় উদ্বিগ্ন অনুভব করেছিলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ‘আপনি উদ্বিগ্ন কেন?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘এটা হচ্ছে সেই সময় যার সম্পর্কে আমার কোন ধারনা নেই যে আমি কোন দিকে চালিত হব।’

একজন সাহাবা মৃত্যুর সময় উদবিগ্নতার আতিশয্যে পরাভুত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাকে তার পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, ‘আল্লাহ দুই হাত মুষ্টি করে তাঁর সৃষ্টিগুলোকে নিয়েছেন, এক মুষ্টি জান্নাতের জন্য এবং এক মুষ্টি জাহান্নামের জন্য এবং আমার ধারনা নেই আমি কোন মুষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত হবো।’[১২৩]

---

[১২২]আবু নুয়াইম, ভলিয়ুম ৪, পৃষ্ঠা ২২৪।

[১২৩]আহমাদ #১৭৫৯৪ একজন সাহাবা হতে বর্ণিত এবং হায়সামি, ভলিয়ুম ৭, পৃষ্ঠা ১৮৭ বলেন, ‘এর বর্ণনাকারীরা সহীহ।’ তাবারানি, আল-কাবির, ভলিয়ুম ২০, পৃষ্ঠা ৩৬৫, মুয়ায ইবনে জাবাল হতে বর্ণিত এবং হায়সামি ইসনাদে দুইটি দুর্বলতা খুঁজে বের করেছেন।

৭. ৩ সতর্ক, সতর্ক!

আদম সন্তান তার জীবদ্দশায় সর্বোচ্চ ভীতিকর পরিস্থিতির স্বীকার হবে মৃত্যু, কবর, বারযাখ[১২৪], পুনরুত্থান, পুলসিরাত এবং সবচেয়ে বড় ভীতি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো এবং আগুন,যে কেউ এটা বিবেচনা করে, যেহেতু তা বিবেচ্য বিষয়, সে নিজেকে উদ্বিগ্ন অবস্থায় খুজে পাবে। সে শেষমুহূর্তে তার ঈমান হারানোর এবং অপরাধী হিসেবে পরকালে শাস্তি পাওয়ার ভয়ে থাকবে। সত্যিকারের মুমিন কখনও এই সকল বিষয় থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে না।

أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

'... বস্তুত ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্লাহর কৌশল হতে নিরাপদ মনে করে না।' [সুরা আরাফঃ ৯৯]

এই সকল বিষয়গুলো আদম সন্তানকে আরাম ও শিথিলতা থেকে নিবৃত্ত করা উচিত। স্বপ্নে একজন ব্যক্তি বলছিলো,

চোখ দুটি ঘুমায় কি করে শান্তভাবে?
এখনও জানা নেই বসবাস করবে তারা কোন আবাসে?
নেই কোন যার জামিনদার।

---

[১২৪]আল-বারযাখ, মৃত ব্যক্তি ও তার দুনিয়ার জীবনের মধ্যকার প্রতিবন্ধককে বুঝায়। আখিরাতের জীবনের প্রথম ধাপে যাওয়ার পথ হিসেবে একে বিবেচনা করা হয়। বারযাখের সুন্দর ব্যাখ্যা এবং এই বিষয়ের সাথে জড়িত বিষয় গুলোর সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, মুহাম্মদ আল-জিব্রাইল এর 'লাইফ ইন বারযাখ' বইতে [আল-কিতাব অ্যান্ড আল-সুন্নাহ পাব্লিশিং, ১৯৯৮]।

একজন ধর্মপ্রান ইবাদাতকারীকে তার মৃত্যু শয্যায় তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, তখন তিনি বলেন,

কেউ জানে না কবরে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে
রক্ষা কর আল্লাহ, তিঁনি একক যিনি কবরের নেতা।

এই বিষয়ে তাদের একজন বলেন,

ওয়াল্লাহি, যদি মানুষ জানতো কেন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে,
না সে ঘুমাতো না সে কর্তব্যে অবহেলা করতো।
তাকে এমন কিছুর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যা হবে নিশ্চিত,
না সে বিপথগামী হত না সে ঘুমাতো যদি তার হৃদয় তা দেখতো;
মৃত্যু, কবর, পুনরুত্থানঃ
শোচনীয় তিরস্কার, আতঙ্ক ভীতিকর।
মানুষকে জাহির করা হবে হাশরের ময়দান,
সালাত ও সিয়াম গভীর উত্তেজনায়!
যখন আদেশ বা নিষেধ আসে আমরা কিন্তু,
গুহার মানুষদের মতঃ সজাগ কিন্তু ঘুমন্ত।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বুল আল' আমিন।
শান্তি ও মঙ্গল বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তার পরিবার ও তার সকল সাহাবাদের উপর।